দিল্লী-অধিকার

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

প্রথম সংস্করণ

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

১৩৩১

মূল্য ১।০

সাদর উৎসর্গ

শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র ঘোষ

কল্যাণীয়েষু

স্নেহের বিমল,

শাঠ্য-কাপট্যপূর্ণ সংসারের অভিজ্ঞতা যখন মানুষকে মানুষের উচ্চবৃত্তিগুলির প্রতি আস্থাশূন্য করিয়া ফেলে, তখন সেই সর্ব্বগুণাকর এমন একটী সৎসঙ্গ মিলাইয়া দেন, যা হৃদয়-মরুকে আনন্দের নন্দনে পরিণত করে। মানুষ আবার মানুষকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে, মন খুলিয়া বিশ্বাস করে। নিরেট জড়বাদীকে অতিবড় সংশয়ীকেও তখন মানিতে হয়,—আলোক ফুটাইতেই ছায়ার সৃষ্টি, অমৃতকে চিনাইতেই গরলের উৎপত্তি। কর্ম্মক্ষেত্রের তিক্ততা লইয়া একদিন তোমার সহমর্ম্মীতার সংস্পর্শে আসিয়া আমারও ঐ অনুভূতির সুযোগ ঘটে। তুমি বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের তরুণ কৌন্সিলীদলে একজন অগ্রণী—কিন্তু তা বলিয়া নয়, তুমি আমার সম্পর্কান্বিত—সেজন্যও নয়; তোমার দিকে আমার আকৃষ্ট হইবার কারণ—সাফল্য তোমাকে পাইয়া বসে নাই, তুমিই তাকে আয়ত্তে রাখিয়া প্রমাণ করিয়াছ,—প্রকৃত

বৃহত্ত অন্তরের বিস্তৃতি, বাহিরের স্ফাতি নহে। এই নাটকখানি মদীয় অভিনন্দনের আশীর্ব্বাদী বলিয়া গ্রহণ কর।

এই গ্রন্থ তোমাকে উৎসর্গীকৃত দেখিয়া যিনি সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ লাভ করিতেন, তিনি আর এখানে নাই। এপারে ওপারে বিনিসুতার বাঁধন যতই আল্‌গা হোক্, তা যে অটুট, আমার ত তাতে কোন সন্দেহ নাই।

শুভাকাঙ্ক্ষী

গ্রন্থকার

পরিচয়

'প্রাচী'র কর্ত্তৃপক্ষ তাড়ার উপর তাড়া দিয়া তাঁদের মাসিক পত্রের জন্য এই নাটকখানি হস্তগত না করিলে, ইহা পাণ্ডুলিপির মায়া কাটাইয়া মুদ্রাযন্ত্রেব অধিকারে কবে আসিত, জানি না। 'দিল্লী-অধিকাব' 'প্রাচীতে' ধারাবাহিক বাহির হইতে আরম্ভ করিলে, অনেকে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। আজ পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় তাঁহাদের কথা স্মরণ করিতেছি।

নাট্য বঙ্গদেশে আর অপাঠ্য নয়। তার পাঠক জুটিয়াছে, সে দল এখন সংখ্যায় বেশ বড়। তবে প্রকৃত বৃদ্ধি ব্যষ্টি বা সমষ্টিতে নয়, শক্তিতে। শক্তি ভক্তি ছাড়া ফোটে না, আবার শক্তিহীন ভক্তিব ও মূল্য নাই। তবে আমাদের জাত্‌টাই কি না আত্মবিস্মৃত, তাই পাঠক-পাঠিকা মধ্যে কয়জন তলাইয়া বুঝিতে চান, যে পাঠক-সৃষ্টিতে লেখকের যেমন হাত, লেখক তৈরি করিতেও পাঠকের প্রায় তদ্রূপই দাবী। সেই অধিকারের অব্যবহার বা অপব্যবহারেই সাহিত্যে আবর্জ্জনাব কাবণ। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনের চিত্র-প্রতিফলিত নাটকের উপযোগী মুক্তপক্ষ উধাও পরিকল্পনা অসম্ভব—অনেক সমালোচক এত বড় একটা অপবাদ দিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। সে দোষ রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ও জলবায়ুর স্কন্ধে চাপাইতেও তাঁদের কসুর

নাই। ঐ শ্রেণীর সমজ্‌দারেরা বুঝিয়াও বুঝিবেন না—উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি লেখক এবং পাঠকের সহযোগীতার ফল। উভয়ের দায়িত্ব সমান বলিয়াই যে সুলেখক মাত্রেই সুপাঠক। গ্রন্থকারের লেখক-অংশ তাঁর পাঠকঅংশের নিকট কি কম ঋণী? আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ এখনও অঙ্ক-গর্ভাঙ্কের সমষ্টিমাত্রকেই নাটক বলিয়া চলিতে দিতেছেন, তাই ত আদত নাটকের এমন দুর্ভিক্ষ। অভাব উৎভাবনের জনক—বিজ্ঞানের বেলাই নয়, সাহিত্যেও।

নাটকের বিশেষত্ব কোথায়? এক কথায় সে প্রশ্নের উত্তর হয় না। নাটকের পরিচয় শুধু চরিত্রচিত্রণে কি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের কৃতীত্বে আবদ্ধ নয়। পর্দ্দায় পর্দ্দায় গ্রামে গ্রামে সঙ্গীতের গিট্‌কিরির মত ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে খেলিয়া খেলাইয়া অভাবনীয় নামা-উঠার মধ্যে প্রথমশ্রেণীর নাট্যকলাকৌশল ঘটনা ও চরিত্র, ভাষা ও ভাব, রস ও আদর্শ এবং তার ঘাত-প্রতিঘাত, নাটকীয় সংস্থান সব একই কালে গড়িয়া দেয়।

কাব্য উচ্ছ্বাস, উপন্যাস বিন্যাস, নাটক বিকাশ। সে বিকাশ যে কি বিচিত্র, কি বিপুল, কি গভীর, আবার কতটা সূক্ষ্ম, কতদূর গঠনশীল, কতখানি ভঙ্গপ্রবণ—সেই জটিল রহস্যের উদ্ঘাটন ও ব্যবচ্ছেদের চরম একাধারে একমাত্র সেক্সপিয়রের নাট্যপ্রতিভাতেই প্রতিভাত। শুধু পাঠ বা শুধু অভিনয়ের জন্য সে মহানাটক গুলি নয়। দুয়ের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সে সব সার্থক-নাটক বা নাটক সার্থক। সেক্সপিয়রের পাঠক ও দর্শক মধ্যে কে

অধিকতর পরিতৃপ্ত, সে গোল আর মেটেনা। সমসাময়িক করতালির লোভ মহানাট্যকারের দেশ-কাল-পাত্রের অতীত মনীষাকে বিচলিত ও বিপথগামী করিতে পারে নাই, তাই না তৎকালে উপেক্ষিত মহাকবির সব দৃশ্যকাব্য তাঁর রচনার যুগাবসানে অনন্তকালীন নিখিল-নাটক।

গ্রন্থকার

চরিত্র

হুমায়ুন	মোগল বাদ্‌শা
আক্‌বর	ঐ পুত্র
কামরাণ	ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা
হিন্দল	ঐ ঐ
খিজির খাঁ	ঐ ভগ্নীপতি
বৈরাম খাঁ	ঐ সেনাপতি
জহর	ঐ সহচর
কাশেমালী	কামরাণের অনুচর
সেরসা	পাঠান সম্রাট
জেলাল খাঁ	ঐ পুত্র
আদিল রোস্তম	ঐ সেনানীদ্বয়
মালদেব অমরকোটপতি	সামন্ত নৃপতিদ্বয়
সাহ	পারস্যাধিপতি
গুল্‌রুখ্‌	কামরাণের মাতা
গুল্‌বদন	হিন্দলের সহোদরা

হামিদা	... ...	হুমায়ুনের বেগম
সেতারা	. .. ..	কাশেমালীর পত্নী
মূকবালিকা	. . .	পারস্যের ছদ্মবেশিনী শাহজাদী

প্রথম অঙ্ক

১—৫ম দৃশ্য

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

সেরসা। সৈন্যগণ, মোগল-কবল হতে পাঠানের চিরন্তন অধিকার—দিল্লী অধিকার করতে চলেছ, মনে রেখ—সেই দিল্লী। ভারতের ভাগ্যবিধাতা দিল্লী। প্রাচ্যের গৌরব-নিকেতন দিল্লী।

(মূকবালিকার প্রবেশ)

মূকবালিকা। (ইঙ্গিতে বাধা দিয়া এক খণ্ড কাগজ সেরসাকে দিল)

সেরসা। এ কে? (পাঠ) অভিশপ্ত দিল্লী। সাম্রাজ্যের শ্মশান দিল্লী। ভারতের কৃষ্ণ-যবনিকা দিল্লী। সের, তোমার চুণার-দুর্গ-জয়ের প্রতিশোধ নিতে হুমায়ূন অভিযানের আয়োজন করছে, দুর্গ রক্ষা কর। ফিরে যাও।—(শূন্যে চাহিয়া) এ কি ওখানকার আদেশ? যাব, কি যাবনা? (মূক বালিকা ইঙ্গিতে ফিরিয়া যাইতে বলিল)

জনৈক পারিষদ। আরে যা পাগ্‌লী, আমরা দিল্লীকা লাড্ডু খেতে যাচ্ছি। এই ত্যাখ হুমায়ূন বাদ্‌সার তস্‌বির। এ আবার বীর? (তস্‌বীর ফেলিয়া দিল, মূকবালিকা উহা কুড়াইয়া লইল)

সের। বুঝ্লেম্ বালিকা খোদার প্রেরিত। নৈলে হুমায়ুনের আগমন বার্ত্তা এ বহন করে আন্বে কেন? জোয়ান সব, চুণারের পথে ফেরো। (মূকবালিকার প্রতি) তুমি কে? কথা না বলে' ইঙ্গিতেই বা মনোভাব প্রকাশ কর্‌ছ কেন? (মূকবালিকা ইঙ্গিতে জানাইল সে একজন নিরাশ্রয় বাক্‌শক্তিহীন) আমার সঙ্গে এস, আশ্রয় পাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কামরাণের কক্ষ

হুমায়ুন, হিন্দল ও জহরের প্রবেশ

কামরাণ। একি! সাহান সা। গোলামকে স্মরণ করলেই ত হতো!

হু। তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে, ভাই।

কাম। গোলাম তাবেদার, হুকুম তামিল করাই তার কাজ।

হু। সের সা দুর্ভেদ্য চূণার-দুর্গ অধিকার করেছে। আমি তার উদ্ধারে যাত্রা করবো।

কাম। জাঁহাপনার মরজি হলে গোলামও সঙ্গে যায়।

হু। আমার প্রতিনিধি হয়ে তোমায় যে দিল্লী থাকতে হবে ভাই!

কাম। আমাকে?

হু। সাজাদাগণের মধ্যে তুমিই জ্যেষ্ঠ।

জহর। জ্যেষ্ঠ যার রাজ্যাধিকার। সাজাদা, মসনদে বসলেও সাজাদা।

কাম। সম্প্রতি কাবুলের সংবাদ বড ভাল নয়। মরজি হলে,

আমি সেই দিকের ভার নিই, হিন্দল জাঁহাপনার প্রতিনিধি হয়ে দিল্লীতে থাকুক।

হিন্দল। আমি?—কেন? তা কেন?

কাম। আপত্তি করো না ভাই, আমি সব বুঝিয়ে বল্‌ব, তোমাকেই তক্তে বস্‌তে হবে।

জহ। অর্থাৎ, যা শত্রু পরে পরে।

কাম। তুমি নফর একথা মনে রেখো, জহর।

জহ। কিন্তু গোলামেরও কথা পড়্‌বার অধিকার আছে। মহাভারতে শিখণ্ডী খাড়া করবার বিষয়টা মনে পড়ে গেছিল, কসুর মাপ হয়।

হু। হিন্দল, তুমি আমার বড় স্নেহের, তোমাকেই এই গুরু ভার নিতে হবে ভাই।

হিন্দ। জাঁহাপনার যা মর্জি।

জহ। এই ম'লো রে! পড়্‌লো হাবা গর্ত্তে।

হু। এ সব কি জহর?

কাম। বেয়াদপি।

হু। জহর, দিল্লেগি ঢের হয়েছে। এবার লড়াই। কালই যেতে হবে। কামরাণ, তুমি দু' চারদিন অপেক্ষা ক'রে কাবুলে যাবে। ছোট ভাইটীকে এ কয় দিনে রাজ্য শাসনের উপদেশ দেবে। চল্‌লেম, তোমাদের মঙ্গল হোক্। (প্রস্থান)

জহ। আসি তবে সাজাদা। দাদা মাত্রই গাধা, কি বলেন হুজুর?

(অনুসরণ)

কাম। দেখ্‌লে নফরের বেয়াদপি।

হিন্দ। ও ঐ রকম চিরকাল, আধা দেওয়ানা।

কাম। দাদা প্রশ্রয় দিয়ে এতটা বাড়িয়ে তুলেছেন। শেষে গোলামকে দিয়ে সাজাদার অবমাননা।

হিন্দ। দাদা সাদা লোক, এ হতেই পারে না।

কাম। সাদা কি কালো, একদিন বুঝ্‌বে কিন্তু সময় হারিয়ে। তুমিতো লোক চেননা।

হিন্দ। কেন, তুমি কি—

কাম। সে কথা থাক্‌। বল দেখি হিন্দল, এ রাজ্য কার ছিল?

হিন্দ। পিতার।

কাম। এখন কার?

হিন্দ। দাদার।

কাম। তোমরা পিতার পুত্র নও?

হিন্দ। জ্যেষ্ঠেরই রাজ্যাধিকার।

কাম। কোরাণ তা বলে কি?

হিন্দ। না।

কাম। তবে এ মত কাফেরের।—এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তোল, লড়, রাজ্য অধিকার কর।

হিন্দ। সে কি? দাদার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ?

কাম। জন্মের দিন থেকে যে বখ্রালেনেওয়ালা, বাপ-মার নিঃস্বার্থ স্নেহটুকুতেও যে ভাগ বসায়, সে আপন? সে যে ঘোর দুষ্‌মন্‌।

হিন্দ। তোমার কথা ভাল বুঝ্‌তে পারছিনে।

কাম। হিন্দল, ছোট ভাইটী আমার। সুযোগ রোজ আসে না। সুদিনকে ফিরালে, আর সে দেখা দেয় না। সুযোগ আপ্‌না থেকে হাজির। এ খোদার মরজি। মস্‌নদে বস্‌বে? পাকা হয়ে ব'সো।

হিন্দ। আর তুমি?

কাম। আমি তো ফকির। ভর দুনিয়া আমার রাজত্ব। মক্কায় যাবার আগে যেন তোমাকে তক্তে শক্ত করে বসিয়ে যেতে পারি।

হিন্দ। এঁ্যা। দিল্লীর মস্‌নদ্‌। দুনিয়ায় বেহেস্ত্‌। তা কি আমার হবে?

কাম। আলবাৎ হবে। যাতে হয়, তা আমি দেখ্‌বো। তুমি রাজী, শুধু এইটুকু বল।

হিন্দ। গোলাম তোমার হুকুমবরদার।

কাম। শুনে সুখী হলেম। তোমার কাছে আমার বিশ্বস্ত অনুচর কাশেমালীকে রেখে আমি কাবুল যাব। সে সব গুছিয়ে তুল্‌বে।

হিন্দ। তুমি আমায় কিনে রাখ্‌লে ভাই। রাত্‌ অনেক হয়েছে, আর তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত কবব না। (প্রস্থান)

(গুল্‌রুখের প্রবেশ)

গুলরুখ। এত রাত্রে কি হচ্ছে কামরাণ?

কাম। চুপ্‌ চুপ্‌। জগৎ সুসুপ্ত, বিবেক মূর্চ্ছিত, জাগিওনা, তারে জাগিওনা। দেখ্‌ছনা অন্ধকারে হাহাকারে একাকার। শোণিত সাগর হয়ে আকাশকে গ্রাস কবছে। তাতেই পাড়ি জমাতে হবে। দেখ্‌ছ না, ঝড। বিদ্যুৎ। করকাবৃষ্টি।

গুল। পুত্র। প্রাণাধিক। একি?

কাম। কে তুমি?

গুল। তোর মা।

কাম। হো হো, তুমি মা? তুমি আমায় গর্ভে স্থান দিয়েছ, আমায় মানুষ ক'রে তুলেছ, বেশ, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ, এখন রেহাই দাও।

গুল। এই কি স্নেহেব পুরস্কার?

কাম। স্নেহ? দয়া? মায়া? হো হো, সব ঝুটা। সব ঝুটা। মহব্বত, দোস্তি, আস্‌নাই সকলের ভিতর একটা স্বার্থ নিহিত,

বাপ মা ছোট্ট ছেলেটীকে বেশী আদর দেয়। কেন ? তার আধ-আধ কথা শুন্‌বে, কচিমুখে হাসি দেখ্‌বে, এই স্বার্থ। কিন্তু কাজের বেলা জ্যেষ্ঠ বাদ্‌সা, আর কনিষ্ঠ সাজাদা।

গুল—কামরাণ, এই কি আমার মাতৃগর্ব্ব ?

কাম। তোমার মাতৃগর্ব ? সে দাবী হুমায়ূনের মা করতে পারে। তুমি সোহাগ করতে জান, কিন্তু সে সিংহাসন দিতে পারে।

গুল। এর জন্য এত অভিমান ? আজ সব কলঙ্ক মুছে দেবো, খোদার কলমের উপর কলম চালাবো। হুমায়ূনকে নাথি মেরে সিংহাসন থেকে নামিয়ে তোকে তাতে বসাব।

কাম। পারবে ?

গুল। নারী সোহাগ করতেও জানে, আবার সিংহাসন দিতেও পারে।

কাম। তবে শোন, দুর্ব্বল মদ্যপ হিন্দলকে হুমায়ূনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছি। সে সিংহাসনের লোভে মেতে উঠেছে, কাশেমালী সে আগুনে বাতাস দেবে। তুমি কাশেমালীকে চালাবে। আমি প্রকাশ্যে হিন্দলের সেই বিদ্রোহের সাজা দেব। এতে দিল্লীর জনমত জয় করা হবে। দাদাকে দিয়ে ভাইকে জব্দ করে শেষে দুজনকেই দুনিয়া থেকে সরাবো। তুমি আমার সহায় হও।

গুল। আমি নারী।

কাম। নারী দুনিয়াকে রসাতলে দিতে জানে।

গুল। তবে তাই হোক। এস মিথ্যা, জাল, প্রবঞ্চনা, নরহত্যা! এস জাহান্নম! এস সয়তান!

কাম। ধীরে, নারী ধীরে। দেখ্‌ছোনা, সম্মুখে ঘূর্ণিপথ, কেবলই বেঁকে চলেছে। ভ্রাতার শব, স্বজনের শোণিত, পীড়িতের অভিশাপে উচ্চাশার ধাপগুলি মণ্ডিত!—পারবে? শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারবে?

গুল। পারব।

কাম। ভেতর থেকে বিবেক আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌বে, বাইরে লোক-নিন্দা গর্জ্জন করে ছুটবে, উর্দ্ধে দেবতার বজ্র হুঙ্কার দিয়ে জ্বল্‌বে, নিম্নে সয়তানের অট্টহাস্য ধিক্কারের মত শোনাবে। শেষ রাখ্‌তে পারবে, মা, ঠিক থাক্‌তে পারবে?

গুল। পার্‌ব।

কাম। ও কে আমাদের কথা শুনে হাস্‌ছে? ওকি বিভীষিকার বিদ্রূপ? না না, কাঁদ্‌ছে। কাঁদছে। কি বুকফাটা আর্ত্তনাদ। কি কাতর। কি দারুণ। হো হো, কি ভীষণ। (প্রস্থান)

গুল। কামরাণ। কামরাণ। (অনুসরণ)

তৃতীয় দৃশ্য

ঝড় ও বিদ্যুৎ

চুণার—মূকবালিকার গৃহ সম্মুখ

রোস্তম ও আদিলের প্রবেশ

রোস্তম। এই তো মূকবালিকার মহল।

আদিল। কি ভয়ানক দুর্য্যোগ! এ রাত্রিতে কি মানুষ—

রোস্তম। প্রেম কি আমায় মানুষ রেখেছে ভাই?

আদি। প্রেম মানুষকে দেবতাও করে, আবার পশুও বানায়।

রোস্ত। আমায় যা খুসী বল, মেয়েটাকে আমি চাই।

আদি। মেয়েটা নাকি বোবা?

রোস্ত। তা হোক্, হাবা নয়! আদত দোষ, বেজায় সতী। লোভে পড়্‌লনা, জবরদস্তি ছাড়া উপায় কি? তার ওপব হুমায়ুন বাদ্‌শার তস্‌বিরের সঙ্গে পিরীত চল্‌ছে। এ কি বরদাস্ত হয় দোস্ত্‌?

আদি। দুর্গের গুপ্ত-দ্বার খোলা রয়েছে। দেরী করা যাবে না। মেয়েটাকে ধরে' তোমার বাড়ীতে দিয়ে দুর্গে ফেরা যাক্! (উভয়ে মূক বালিকাকে গৃহ হইতে টানিয়া

বাহির করিল) আমার মনটা কেমন কচ্ছে, ওকে ছেড়ে দাও না।

রোস্ত। এমন দৌলত পেলে কি কেউ ছাড়ে? পিয়ারী, আমায় সাদি কর, তোমায় বেগমের হালে রাখ্‌ব। কি, রাজী নও? দোস্ত্, ধরতো হাতটা। চেঁচাবে? সে পথও বন্ধ। আর চেঁচালেও এ দুর্য্যোগের রাতে খোদ ওপর-ওয়ালারও ঘুম ভাঙ্গ্‌তো না।

(সেরসার প্রবেশ ও মূকবালিকার প্রস্থান)

সের। ভুল, রোস্তম। ওপরওয়ালার চোখে ঘুম নাই। রক্ষিগণ, বন্দী কর।

(জেলাল খাঁর প্রবেশ)

জেলাল। পিতা, এদের মুক্তি দিন।

সের। এই দুটো পশুকে মাথা মুড়িয়ে গাধায় চড়িয়ে নগর ভ্রমণ করান হবে।

জেলা। এদের প্রথম অপরাধের মার্জ্জনা হোক্।

সের। তুমিও এ অপরাধ করলে এই সাজাই পেতে।

জেলা। (জানু পাতিয়া) পিতা ওরা আমার দোস্ত! শুধু তা নয়, এই দুঃসময়ে এমন দুটি সেনানায়ককে হারালে আমাদের কি ক্ষতি তাও জনাবেরই বিবেচনাধীন।

সের। জেলাল, আর ক্লেশে আবশ্যক নাই। যে মুহূর্ত্তে জেনেছি, এই দুটো লম্পট তোমার দোস্ত্, সেই মুহূর্ত্তে সেরসার কবর হ'য়ে গেছে। বাজ্য রইল, নির্ব্বিঘ্নে ভোগ কর। [(প্রস্থানোদ্যত) (অদূরে বন্দুকের শব্দ) (পশ্চাৎ ফিরিয়া)] ও কি।

(জনৈক পাঠান সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। মোগল গুপ্তদ্বার দিযে দুর্গ প্রবেশ করেছে।

সে। তারা সমুচিত প্রতিফল পাবে।

(সকলের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন

(চুণার দুর্গ—গঙ্গার দিক। দুর্গমধ্যে আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে)

সেরসা ও সৈনিকের প্রবেশ

সের। হেবামের মহিলাদেব উদ্ধার করি কি ক'রে ?

সৈ। তার কোন উপায় নেই, জনাব।

সে। চল সন্তরণ ক'রে দুর্গে প্রবেশ করি।

সৈ। এই দুর্গে ? অসম্ভব।

জেলাল খাঁর প্রবেশ

জেলা। তোমার মত কাপুরুষের পক্ষে। দূর হও।

(সৈনিকের প্রস্থান)

চলুন জাঁহাপনা।

সে। তুমি?

জে। হাঁ আমি। লম্পটের সঙ্গ-কলঙ্ক কি ওই কুলপ্লাবিণী গঙ্গা-তরঙ্গেও ধৌত হবে না। (জেলালের জলে ঝম্প প্রদান)

সেব। ধন্য পুত্র, ধন্য। (অনুসরণ)

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লীর প্রাসাদ মধ্যস্থ উদ্যান

গুলবদন। বনমে ফুটত হাজারো কলি,

যব্ ফুটত গুল্ তব্ ধাওয়ে অলি!

খিজির খাঁ। তুমি গুল্, কি শিমুল, তা ভব্ হিন্দুস্থানে মালুম আছে।

গুলবদন। তু মেরি দিল্‌কো বাদ্‌সা পিয়ারা,

তেরা বচন-মধু গুল্ কি ফোয়ারা।

খিজির। শাজাদী, একটা কথা—

গুলবদন। মৎ বলো বাৎ, আজ মস্‌গুল দিল্,

আঁখিকো সাথ্ আজ আঁখিকো মিল।

খিজির। শাজাদী, কবিতা রাখ।

গুলবদন। যো হুকুম।

গান

জল ভরে গিয়ে যমুনায়,

আমি হারিয়ে এসেছি আপনায়।

বঁধুয়া কেন কেন তবু নিঠুর হেন?

বধে গো ললনায় ছলনায়!

খিজির। কি মুস্কিল!

গুলবদন। যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আসান।

খিজির। বেশ, তবে চল্লেম।

গুলবদন। গান

সঁইয়া, তোরি পাঁইয়া লাগো, মুসে ছলা কেঁও পিয়া?
ফাঁস্ গিয়া মে তুসে সঁইয়া গল্‌মে ছুরী তুম্ দিয়া।
তুম্‌নে বড়ি দাগাবাজ, নাহি কুছ্ মুলহইজা-লাজ,
তুম্‌সে হাম্‌সে করার থা, সো ভুল গিয়া, তুম ভুল গিয়া।

খিজির। তবে এই পর্য্যন্ত!

গুলবদন। কেন প্রাণাধিক?

খিজির। ধনে দারিদ্র্যে কখনও বনি-বনাও হয় কি?

গুলবদন। এটা দারিদ্র্যের মূঢ় অনুযোগ। অভিমানে বিচ্ছেদ-রেখা বাড়িয়েই তোলে। যাক্, সংসারে যা অমূল্য, সেই চরিত্র-ধনে তুমি ধনী, প্রাণাধিক!

খিজির। তোমায় আমায় মিলন অসম্ভব।

গুলবদন। যদি প্রাসাদে জন্ম গ্রহণ অপরাধ, চিরকুটীর বাসে কি তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না?

খিজির। শোন বাদশাহজাদী, আমি গরীবের ছেলে. কিন্তু

দিল্লী-অধিকার[প্রয়াসী]

প্রাসাদের এমনই মোহ, যে আমার রীতিমত বড়মানষী নেশা ধরে' উঠেছে। ছেলেবেলা থেকে সখ, ফকির হব, তোমার কাছে চির-বিদায় নিতে এসেছি।

গুলবদন। যদি যেতে না দিই?

খিজির। সে একটা কথা বটে। কিন্তু সম্প্রতি এই পাপ-প্রাসাদে যে ষড়যন্ত্র, কুমন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছেঁ, তাতে তুমিও আমায় আটকে বাধ্‌তে পাব কই?

গুলবদন। ষড়যন্ত্রকারী কে?

খিজির। সাজাদা হিন্দল।

গুলবদন। কার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র?

খিজির। খোদ্ বাদ্‌শার বিরুদ্ধে। দাদার গচ্ছিত সিংহাসনে ভাই বাদ্‌শা হয়ে বস্‌তে চায়।

গুলবদন। কি! রক্ষক ভক্ষক হবে? ভাইয়ের সঙ্গে ভাই দাগাবাজী খেল্‌বে?

খিজির। মনে রেখো, তুমি তার সহোদরা।

গুলবদন। অ্যাঁ, আমি বিশ্বাসঘাতকের সহোদরা?

খিজির। এইত ঐশ্বর্য্যের মোহ। তাই তার পায়ে সেলাম করে' গরীব রোখশোধ। (প্রস্থান)

গুলবদন। শোন, শোন, যেয়ো না, যেয়ো না।

(অনুসরণ)

পঞ্চম দৃশ্য

চুণার দুর্গাভ্যন্তর—সিংহাসনে হুমায়ুন

(গীত)

নর্ত্তকীগণ।—

ঘুমন্ত নীরে ক্লান্ত সমীরে
গোপন প্রেমের মত লহর স্বপনে বয়।
হুতাশে মিলন ভোলে, কি ব্যথা হরষে গ'লে
মুহু মুহু কুহু বোলে বঁধুরে মধুরে কয়।
পুঞ্জে পুঞ্জে কলি মুঞ্জরে,
কুঞ্জে কুঞ্জে অলি গুঞ্জরে,
তারা-চাঁদে আজ হেন মিলনে বিরহ কেন?
যৌবন সুরভি যেন, জীবন জ্যোছনাময়।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

হু। এত ক'বে এই দুর্ল্লজ্ঘ্য পাষাণ-দুর্গ জয় হ'ল, মনের ভেতরও যেন একটা পাষাণ চেপে আছে, জহর।

জ। মালিকের বিচার! সৌভাগ্যের বিড়ম্বনা। আপনার উচুঁতে উঠে' আই-ঢাঁই; আর আমি নীচে পড়ে' দিব্বি আরামে! প্রকৃতির হরণ-পূরণ। অদৃষ্টের যোগ-বিয়োগ। তাই

এ ক'দিন যেমন চলেছে হাতিষার, তেম্‌নি হয়েছে কলমের কস্‌রত।

হু। খুব কবিতা লিখ্‌ছ বুঝি ?

জ। ওইটে শুধু আমার আসে না। কি জানি কি হল, কোথায় যেন কি হারিয়েছি, কাকে যেন কখন দেখেছিলেম— শূন্যের পেছু এই যে উধাও। ওর ধার ধারি না। আমার কারবার জীবন্ত মানুষ নিয়ে।

হু। মনের মানুষটা কে শুন্‌তে পাই ?

জ। গোস্তাকী মাপ হয়, সে মানুষ বা অমানুষ—জাঁহাপনা।

হু। শেষকালে আমাকে তোমার রচনার পাত্র ঠাওরালে ?

জ। আপনারা এক এক জন বহুরূপী। আপনাদের জীবনে কত অঙ্ক, কত গর্ভাঙ্ক, কত না পট পরিবর্ত্তন। ক্রোড, পরিশিষ্ট, পাদটীকা ত পড়েই আছে। তাই বল্‌ছি জাঁহাপনা, আমার কাছে খুব সাম্‌লে চল্‌বেন।

হু। কেন বল দেখি ?

জ। লোকে ছবি তোলার বেলায় ঠিক-ঠাক, হুঁসিয়ার কেন ? সংসারে সেজে গুজে সবই এ যে অভিনয়।

(বৈরামের প্রবেশ)

হু। এ কি ? বৈরাম যে। সংবাদ ?

বৈবাম। ভাল নয়। দিল্লী হ'তে শাজাদী গুলবদন দূত পাঠিয়েছেন।

হু। গুল দূত পাঠিয়েছে! হিন্দল ভাল আছে ত?

বৈ। তিনি কুশলে আছেন, কিন্তু—

জ। মানবজীবনেব এই কিন্তু গুলিই অভিশাপ, বৈরাম। কি হয়েছে, আমায় খুলে' বল।

বৈ। হিন্দল শাজাদা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার ক'রে নিজকে বাদ্‌শা বলে' ঘোষণা করেছেন।

জ। তবে ত তিনি খোস-মেজাজে বহাল-তবিযতে থাক্‌বেনই।

হু। মিথ্যা কথা। সে যে আমার সব চেয়ে পেয়ারের ভাই। আমার সাথে না খেলে এখনও যে তার খাওয়া হয় না। আমার মুখের সরবৎ তাব কাছে যে সব চেয়ে মিষ্টি। দূত তোমায় মিথ্যা বলেছে, বৈবাম।

বৈ। স্বয়ং শাজাদী আপন সহোদরের বিরুদ্ধে—

হু। তবে তুমি ভুল শুনেছ। ও বুঝেছি, তুমি আমাব সঙ্গে পরিহাস কচ্ছ?

বৈ। গোলাম এ বেয়াদপীতে অভ্যস্ত নয়।

হু। তবে তুমিও আমার বুকে ছুরি দিতে পার, বৈরাম। জহরও আমার খাদ্যে জহব দিতে পারে।

জ। আমাদের ত বাদ্‌শার ঘরে পয়দা হয়নি।

হু। ঠিক বলেছ জহর। একটা ছেঁড়া কম্‌্বলীতে দশজন দরবেশের জায়গা কুলোয়, কিন্তু দুনিয়ার রাজত্বে দুটী বাদশার ঠাঁই হয় না।

বৈ। শাজাদা কামরাণ বিদ্রোহ দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দূত পাঠিয়েছেন।

জ। কামরাণ শাজাদা বিদ্রোহ দমনে? তবে ত কেল্লা ফতে!

হু। অ্যাঁ, তবে আরম্ভ হয়ে গেছে? ভায়ের বুক চিরে ভাই সৌভ্রাত্রের বীজ বপনে উদ্যত? আজ মোগল রাজত্বের ভিত্তি নড়ে উঠল, বৈরাম! আজ আমাদের কাছে মোগলের ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের দীক্ষা হ'ল। বিবেকের রাজ্যে কি এতই দুর্ভিক্ষ, যে তলোয়ার দিয়ে আজ নীতি-শিক্ষা? মায়ামমতা-বিশ্বাসের দেশ কি এমন মড়কে মৃত, যে মানব-জীবনের রুগ্ন কঙ্কালটার আত্মপ্রকাশ আবশ্যক? হৃদয়-যন্ত্র কি এম্‌নি বিকারগ্রস্থ, যে তাতে অস্ত্রাঘাতের প্রয়োজন?

বৈ। জাঁহাপনা, আর একটা বিপদের সংবাদ—

জ। খাঁ সাহেব, আপনি দেখ্‌ছি আপনার খবরের থলেটা দুর্ভাগ্য দিয়ে ভরপুর করে এনেছেন।

বৈ। সেরসা চুণারের পরাজয় উপেক্ষা ক'রে দিল্লী অধিকারের অভিযানে ব্যস্ত। দলে দলে পাঠান তার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি কচ্ছে।

পাঠানপতির খ্যাতি সুদূর সীমান্ত হ'তে আফগানগণকেও আকর্ষণ করেছে।

হু। আজ তুমিও আমার সঙ্গে ভাগ্য বদল করতে রাজী নও, জহব।

জ। কোন দিনই নয়।

হু। বৈরাম, মানুষ শত্রুর তলোয়ারের নীচে হাস্‌তে হাস্‌তে মাথা দিতে পারে, আততায়ীর গুলি পুষ্পবৃষ্টির মত বুক পেতে নিতে পারে, কিন্তু বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা, ভ্রাতার বৈরিতা অসহ্য। অসহ্য। ছাউনী ভাঙ্গ, বৈরাম। এই দণ্ডে চুণার ত্যাগ করতে হবে। তারপর এস পাঠান, তোমার সহস্র সহস্র স্বজাতির তপ্ত শোণিত-রঞ্জিত পরাজয়ের প্রতিশোধ দিল্লীর পাপ প্রাসাদে নাও এসে। দিল্লী অধিকার কর। মোগলের আত্মবিচ্ছেদের প্রায়শ্চিত্ত হোক্‌। এস রক্তমাখা সমাপ্তি দাউ দাউ কালানল জ্বালিয়ে, মোগলের অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা ধূলায় লুটিয়ে। এস ভ্রাতৃবিরোধের পরিণাম, জাতির গৌরব, ভারতের বিজয় ধ্বজা, জগতের কোহিনূর দিল্লী বিজাতির পদতলে পতিত পিষ্ট হ'য়ে রসাতলের আঁধার গহ্বরে ডুবে যাক্‌।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১—৫ম দৃশ্য

প্রথম দৃশ্য

প্রয়াগ—প্রান্তর

(যুদ্ধ করিতে করিতে সেরসাব সৈন্যগণ ও বৈরামখাঁর প্রবেশ)

বৈ। একেবারে অত জন? এ যুদ্ধ নয়, পাঠানের হত্যাকাণ্ড।

প্র-সৈ। মোগল আত্মসমর্পণ কর, নইলে মরবে।

বৈ। মেরে তবে।

(যুদ্ধ করিতে করিতে সকলেব প্রস্থান ও আহত জহরকে ধৃত করিয়া দুইজন পাঠান সৈন্যের প্রবেশ)

১ম-সৈ। বল্, বাদ্‌শা কোথায়?

জ। বাদ্‌শা কোথায়। বলে কি? আমি খোদ হুমায়ুন বাদ্‌শা, আমার বাবার নাম বাবর, ঠাকুর্দ্দার নাম—

২য়-সৈ। বেটা পাগ্‌লামির ভান করছে, ও এতক্ষণ ভয়ানক লড়াই করেছে।

১ম-সৈ। তুই ধাঁধাঁ দেখেছিস্। ওর চাউনী দেখ্; বেসক্ দেওয়ানা।

জ। খবরদার বেয়াদপের দল। আমি বাদ্‌শা। দেখ্‌ছিস না, আমার মাথায় হীরার তাজ? আমায় কুর্ণিশ কর্।

২য়-সৈ। ও দেওয়ানাই হোক্, আর সেয়ানাই হোক্, ওকে খতম করাই ঠিক।

জ। খবরদার! আমি বাদ্‌শার বেটা, বাদশার নাতি, দিল্লী গিয়ে তোদের শূলে দেবো।

১ম-সৈ। তবে মর। (অস্ত্রাঘাতে উদ্যত)

(সেবসার প্রবেশ)

সে। দেওয়ানার উপর হাত্‌ তুলতে পাঠানের অস্ত্রশিক্ষা নয়।

২য়-সৈ। জনাব, আমরা মোগল বাদ্‌শাকে ঘিরে ফেলেছিলেম, কোথা থেকে একটা স্ত্রীলোক এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। এ লোকটা চট্‌ করে বাদ্‌শার তাজ মাথায় দিয়ে 'আমি বাদ্‌শা, আমি বাদ্‌শা' বলে' চেঁচাতে লাগ্‌ল। এ গোলোযোগ না কর্‌লে, বাদ্‌শা পালাতে পার্‌তেন না।

সে। তবে একে খেলাত্‌ দিয়ে বিদায় কর।

(জহর ও সৈন্যগণের প্রস্থান ও জনৈক পাঠান সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। জনাব, এইমাত্র বৈবাম খাঁ আমাদের ব্যূহ ভেদ করে' চলে' গেছে।

সে। তা যাক্‌, ছত্রভঙ্গ মোগল বাহিনীকে পশ্চাৎ ক'রে ঝড়ের বেগে দিল্লীতে পৌছাতে হবে। পাঠানের দিল্লী অধিকারেব এই সুযোগ।

(সকলের প্রস্থান)

পট-পরিবর্ত্তন

(নৌকাবক্ষে হুমায়ূন ও মূক-বালিকা)

গীত

মাঝিগণ—

চাচা আপন বাঁচা, ওরে চাচা, আপন বাঁচা।
সামাল সামাল ডাক পড়েছে, হালের মাঝি বেজায় কাঁচা।
হঠাৎ কখন থাকৃতে বেলা, ওপার থেকে আস্‌বে ঠেলা,
বয়ে গেছে সে বেইমানের তোমার তরে সময় বাছা।
আশ্‌মানে ওই ঝিলিক্ মারে, ইসারা দেয় বারে বারে,
এই বেলা ঠিক ও ভোলা মন, এঁটে নে তোর কোঁচা-কাছা।
জমাট্ বাঁধ্‌ছে মেঘের কালি, নায়ে তোমার হাজার তালি,
ছিঁড়ে যাবে পারে বাঁধা পচা-গলা বশি গাছা।
হিড়িক্ যাদের আছে প্রাণে, পড়ুক্ তারা হ্যাচ্‌কা টানে,
কাজটা কি তোর ঘাটে ঘাটে পেটের দায়ে সং-এর নাচা ?
আড়কাটি তোর জল চেনেনা, ঘণা-ধরা সোতের ফেনা,
ভাঙ্‌বে সাধের হাজার বাঁধের আত্মারামের ঠুন্‌কো খাঁচা।

হু। হও তুমি মূক, অদ্ভুত তোমার প্রতিভা। ইন্দ্রজালের মত আমায় শত্রুব্যূহ হ'তে বের করে' আন্‌লে! কেন আমায় বীরের মৃত্যু হ'তে বঞ্চিত করে' বন্দীর নিকৃষ্ট জীবনে নিয়ে যাচ্ছ, বালিকা ?

মৃ-বা। (উর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল)

হু। তোমার কি কেউ নাই ?

মৃ-বা। (সঙ্কেতে বলিল) 'না'।

হু। তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

মৃ-বা। (ঘাড নাড়িল) 'হাঁ'।

হু। মাঝি, জল্‌দি চল্‌।

মা। কোথায় যাব ?

হু। জাহান্নামে।

(মাঝিগণ নৌকা বাহিতে বাহিতে আবার গান ধরিল)

গান।

পিরীত রে, তুই কোন্‌ গাছের ফল ?
বিছুটী, না চন্দন, ভুক্তভোগীই জানে কেবল।
কেউ ভাবে তায় ফুলের মালা, কেউ বা ভাবে কাল সাপ,
কারো ভাগ্যে আশীর্ব্বাদ সে, কারো ভাগ্যে অভিশাপ !
তাসের যেমন এ পীঠ ও পীঠ, ফুলের যেমন কাঁটা, কীট,
হাসির আশে পাশে তেম্‌নি গড়িয়ে চল্‌ছে আঁখি-জল।
কারো কাছে ভালবাসা লাল টুক্‌টুক্‌ মিঠাপানি
কারো কাছে চিরেতার জল পেটের নাড়ী আনে টানি !
নদীর যেন দুইটী বাঁক একটী মথল আরটী পাক,
সুধা-পেয়ালার কাঁনায় কানায় লুকিয়ে আছে হলাহল।

প্রেমে কেউবা নিজকে লুটায়, কেউ বা করে তাহা চুরি,
কেউবা কাটে পরের গলা, কেউ বুকে নেয় পরের ছুরী .
গোলোকধাঁধাঁর মত ঠিক, সোজার আছে উল্টো দিক্,
স্বর্গ নাম্‌ছে পাগল হ'য়ে জড়িয়ে ধর্‌তে রসাতল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী—হিন্দলের প্রমোদাগার

গু। কাশেম, মনে বোখো, আজ হিন্দলের শেষ প্রমোদ রজনী। কামরাণ খবর পাঠিয়েছে, সে কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে খুব কাছেই লুকিয়ে আছে। এই চূর্ণ নাও, সরাপের সঙ্গে মিশিয়ে হিন্দলকে দেবে। দেবা মাত্রই খুব নেশা হবে। তুমি তখন তার তলোয়ার সরিয়ে রাখ্‌বে। আমি রক্ষীদের আস্‌রফি দিয়ে বশ করেছি, তারা কামরাণকে পথ ছেড়ে দেবে।

কা। আপনি কি নারী ?

গু। নইলে কামরাণ যে আমায় কুমাতা বল্‌বে। তাকে হিন্দুস্থানের তক্ত থেকে আমিই বঞ্চিত করেছি, আবার আমিই তাকে তা দেবো। পুত্র ঋণ। কাশেম, পুত্র ঋণ। (প্রস্থান)

(হিন্দলের প্রবেশ)

হি। কাশেম, তুমি কতক্ষণ ?

কা। গোলাম অনেকক্ষণ হাজির। জাঁহাপনা একটু আরাম কচ্ছিলেন, তাই—

হি। তোমার মত আপন আমার কেউ নাই কাশেম। তুমি দিন-রাত আমার মুখ চেয়ে আছ।

কা। একেবারে হুজুর-গত প্রাণ। আপনার কথা ভেবে ভেবে কাহিল হয়ে যাচ্ছি। আজ এক নূতন স্ফুর্ত্তির চীজ্ এনেছি।

হি। কি সে চীজ্?

কা। আজ জাঁহাপনার জন্য নূতন সরাপ এনেছি খেলে একেবারে বেহস্ত্।

হি। দাও কাশেম। সরাপ দাও।

কা। এই নিন জাঁহাপনা, বেহেস্তে যাবার সময় গোলামকে ইয়াদ্ করবেন কিন্তু।

হি। বড় ঘুম পাচ্ছে।

কা। এই ত বেহেস্তের রাস্তা, এবার ঘুমপাড়ানীদের ডাকি।

হি। বহুৎ আচ্ছা মেরা দোস্ত।

(কাশেমের ইঙ্গিতে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত)

গান

ঘুমাও ঘুমাও প্রিয়, মৃদু বায়ে,
দিনু পাতি, দিনু পাতি, দিনু পাতি হিয়া পায়ে!
ঢুলু ঢুলু ফুলবাসে মেশা, ছেয়ে আসে ধীরে মিঠে নেশা,
ঘুমাও বঁধু, প্রিয় বঁধু, প্রাণ বঁধু,
প্রেমের স্বপনঘন ছায়ে।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

(দূরে বন্দুকের শব্দ)

হি। ও কিসের শব্দ—কাশেম ?

কা। আপনার মনের কল্পনা।

(অদূরে বন্দুকের শব্দ)

হি। এ যে বন্দুক। বন্দুক।

কা। ও প্রহর ঘোষণার আওয়াজ, জাঁহাপনা।

(কামরণের প্রবেশ)

কাম। হিন্দল, বিশ্বাসঘাতক, রাজদ্রোহী, আমি শাহানশার নামে তোমাকে রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী করতে এসেছি।

হি। কি, তুমি। তুমি আমায় রাজদ্রোহী বলে' বন্দী করতে এসেছ ? আর তা শুনে' এই গৃহ-ভিত্তি এখনও থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল না ? এই প্রাসাদ ভেঙ্গে তোমার মাথায় পড়্‌ল না ?

কা। হুজুর বলেন কি ? এমন দাদাকি মেলে ?

কাম। আর কেন ? আত্মসমর্পণ কর।

হি। হিন্দল কামরাণ নয়। আমার হাতীয়ার ?

কাশেম। জাঁহাপনা, এ প্রমোদাগার, অস্ত্রশালা নয়।

হি। বুঝেছি, কাশেম গুপ্তচর।

কা। এ রসিকতা জাঁহাপনার ভগ্নীপতিরই প্রাপ্য।

(খিজিরখাঁর প্রবেশ)

খি। কি বেয়াদপ্। (আক্রমণ ও কাসেমালীর পলায়ন)

কাম। খিজির খাঁ, তুমি রাজদ্রোহীর পক্ষ হ'য়ে রাজভক্ত প্রজার গায়ে হাত তুলেচ—তার কর্ত্তব্যে বাধা দিয়েছ।

খি। আমি তা একশ'বার স্বীকার করি। বিবেক আর বিধি দু'দিক রাখা যায় না। আমি শাজা নিতে প্রস্তুত।

(গুলরুখের পুন প্রবেশ)

গু। সে শাজা নির্ব্বাসন।

খি। তাই হবে মা। কিন্তু নারী, এ আহবে তুমি কেন? তুমি তোমার শুদ্ধ অন্তঃপুরে ফিরে যাও।

গু। তুমি এই মুহূর্ত্তে দিল্লী ত্যাগ কর্‌বে।

খি। বহুৎ আচ্ছা। বিদায়ের বেলা আবার বল্‌ছি,—তোমার মাতৃত্ব হারিয়ো না, নারী।

গুলরুখ। তুমি মনে রেখো, নির্ব্বাসিতের কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষেধ।

খি। ও বুঝেছি, বেশ তাই হবে।

(খিজিরখাঁর প্রস্থান)

কাম। তুমি হেরামে যাও মা।

(গুলরুখের প্রস্থান)

হিন্দল, ভাই, আমায় ক্ষমা কর।

হি। তুমি সত্যই অদ্বিতীয়। এমন মোলায়েম খুনী, এমন সরস দাগাবাজ, এমন মিছ্‌রীর ছুরী, জগতে আছে, জান্‌তেম না। বাহাদুর। – তুমি যথার্থই বাহাদুর।

কা। আর তুমি ভাই আমাদের বন্দী, কিছু মনে করো না যেন।

(হিন্দলকে বন্দী করিয়া সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

মোগল শিবির

(জহবের প্রবেশ)

হু। জহর! প্রভুভক্ত! অতর্কিত সৌভাগ্যেব মত, তোমায় ফিবে পেলাম।

জ। জহব জহর বলে' দরদে কাজ নাই জাঁহাপনা। আপনি যা জহুরী, বোঝা গেছে।

হু। আমি জহুরী না হই, তুমি সাচ্চা হীরা। প্রথমেই ব'লছিলেম দোস্ত, আমার দুর্ভাগ্যের পাকে আপনাকে জড়িয়োনা।

জ। আর দোস্ত বলে বিদ্রূপ করবেন না। বড়মানুষ কারো আপন হয় না। তাই তাদেরও কেউ দরদী নাই। বড়মানুষ গরীবের সঙ্গে মেশেন, চাল দেখাতে; ও সব অবজ্ঞার অনুকম্পা। আপনাকে ছাড়্ছিনা, কেতাবখানা খতম হয় না ব'লে! নায়ককে ত আর মাঝখানে পুঁছে ফেল্তে পারি না।

হু। তোমার আদত মতলব আমার মালুম আছে, জহর।

জ। বড়লোকের ভালো আর মুখ কালো দুইয়েরই বিদ্যুৎ গতি। আমাকে বাড়ালেই যে আপনাকে বাড়াব, তা মনেও করবেন

না। যাক্, সম্প্রতি একটা জরুরী খবর আছে। পাগ্‌লামীর ভান করে' পাঠানের দলে মিশেছিলেম্, সেরসা একটা লোকের মত লোক। সে কথা পরে হবে, পাঠানপতি আমাদের খণ্ড যুদ্ধ বিরত ক'রে এ পথে এসে দিল্লী অধিকার কর্ত্তে ছুটেছেন।

হু। তবে আর বিলম্ব নয়, ছাউনি ভাঙ্গ্‌তে বল, আমাদের আগেই দিল্লী পৌঁছাতে হবে।

(জহরের প্রস্থান)

(গুলবদনের প্রবেশ)

গু। পথে একটা সুখবর শুনে যান। হিন্দলকে কামরাণ বন্দী করেছে। এজন্য কামরাণের সব দোষ আমি ভুলে গেছি।

হু। তুই হাস্‌তে হাস্‌তে এই খবর দিতে এসেছিস্? নারী, তুইও যদি তোর ন্যায়ের নিকষে হৃদয়ধর্ম্ম কষে দেখিস্, তবে পুরুষ আমরা দাঁড়াই কোথা? কিন্তু তুই এখানে—

গুল। সে অনেক কথা। দোষীর শাজা হ'য়েছে। এখন নত জানু হ'য়ে ভায়ের জন্য আপনার ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌ছি।

হু। আমার আনন্দ কাননের গুল, আমি যে তোর মুখে এই কথাটা শোন্‌বার জন্যই অপেক্ষা কর্‌ছিলাম। হিন্দলকে আগেই আমি ক্ষমা করেছি। কিন্তু আমাদের দিল্লী পৌঁছাতে বিলম্ব হবে, হিন্দল কত ক্লেশ পাবে। সে যদি কারাগার থেকে পালিয়ে আস্‌তো।

(হিন্দলের প্রবেশ)

হি। তাতে যদি আপনি সুখী, হিন্দল তাই করেছে জান্‌বেন।

গুল। আবার রাজ-দ্রোহ, হিন্দল?

হু। হিন্দল! হিন্দল!

হি। যে হিন্দল লহমার ভুলে রাজদ্রোহী হয়েছিল, সে কবরে গেছে, এ আপনার চিরানুগত ভৃত্য। বোন, অনুতাপে প্রাণটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, দাদার ক্ষমার জন্য অধীর হ'য়ে উঠেছিলাম। তা পেয়েছি—আবার আমি রাজদণ্ড মাথা পেতে নিতে চল্লুম।

গুল। বাহবা ভাই আমার!

হু। তোকে এই ফাটকে আটক কল্লেম! (আলিঙ্গন) এখন পালা দেখি! সেবার দূরে রেখেছিলাম, তাই দূরে স'রেছিলি, কুলোকের পরামর্শে ভুলেছিলি!

হি। যে ভোলায় তার চেয়ে যে ভোলে তার অপরাধ বেশী!

গুল। ঠিক্ বলেছ ভাই! তোমার পলায়নের সাহায্যকারী কে?

হিন্দল। হামিদা! সে আমায় অনুতপ্ত জেনে তবে সাহায্য করেছে!

গুল। হামিদা!

হি। সে স্ত্রীলোক, আমাদের দূর সম্পর্কীয়া—তাই আশ্চর্য্য হচ্ছ? কিন্তু তার মত হৃদয়বতী বুদ্ধিমতী কজন?

হু। দিল্লী গিয়ে এই অসাধারণ রমণীকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবো।

হি। সে বাইরে শিবিকায় অপেক্ষা করছে।

হু। তুমি এতক্ষণ সে কথা বলনি কেন? চল, চল।

(হুমায়ুন ও হিন্দলের প্রস্থান)

গুল। আমার কবিতার আদর্শ, হয়ত আর দেখা হবে না। কোন দুঃখ নাই, কিন্তু প্রিয়তম, সামান্য কৃপাপ্রার্থী হ'য়ে তুমি যে বাদ্শার দরবারে আস্‌বে, এ আমার সহ্য হবে না। তাই তোমার জন্য দাদার দয়া ভিক্ষা করলেম না। আমি জানি, তুমি একদিন নিজের বলে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করবে। আমি সেইদিনের প্রতীক্ষা করে' বেঁচে থাক্‌ব প্রিয়তম।

গীত

কব্ আওয়েগা বঁধুয়া হামারা?
সো বিন্থু ক্যায়সে হোগি গুজারা?
ঢুঁরত দেশ দেশ যো পিয়া লাগি,
সো বড় নিঠুর, ফিরত ভাগি,

জাগি জাগি কাটাম্নু রাতি,
পিয়ারা। পিয়ারা, আও আও মেরি
দিল্‌কো পিয়ারা।

চতুর্থ দৃশ্য

আগ্রা—কাশেমের গৃহ

সেতারা। আর তোমায় দিল্লী যেতে দিচ্ছিনে

কা। আমি তাতে খুব রাজী।

সে। তার চতুঃসীমাতেও পা দিতে পাব্‌বে না।

কা। কি উৎপাতি, আমি কি যাব বলেছি?

সে। কি কুক্ষণে প্রাসাদের মোহে পড়্‌লে?

কা। আব দুঃখ দিওনা সেতাবা। বাজনীতির পায়ে সেলাম, ও সাপখেলার ভেতর আব নয়।

কাম। (নেপথ্যে) কাশেম, বাড়ী আছ?

কাশেম। ও যে শাজাদার স্বব।

সে। আব শাজাদা বাদ্‌শায় কাজ নেই।

কা। তুমি ভেতরে যাও, আমি ওকে চট্‌পট্‌ বিদেয় করব।

(সেতারাব প্রস্থান)

আসতে আজ্ঞা হোক্‌।

(কামরাণের প্রবেশ)

কাম। তুমি আমায় দেখে বোধহয় অবাক্‌ হচ্ছ।

কা। না হবার কথা কি? যিনি সারা হিন্দুস্থানের হর্ত্তা কর্ত্তা, তিনি দিল্লীর প্রাসাদ ছেড়ে হঠাৎ আগ্রার একটা পচাগলির বাড়ীতে। তবে কি জানেন, আকাশে ধূমকেতু রো[illegible] না উঠুক্, কখনও ত—

কাম। কি করি। তোমার পথ তাকিয়ে হয়রাণ হ'য়ে শেষে তোমার দরজায় এসে হাজির হয়েছি।

কাশেম। শাজাদার মেহেরবানির সীমা নাই, কিন্তু গরীবকে রেহাই দিতে হচ্ছে। আমার স্ত্রীর কাছে শপথ করেছি, আর শাজাদা বাদ্‌শার হিড়িকে থাক্‌বনা।

কাম। তোমার স্ত্রী। যিনি এই মাত্র উঠে গেলেন?

কা। আপনি কি করে দেখ্‌লেন?

কাম। তোমার বাতায়নের বিশ্বাসঘাতক ছিদ্র এজন্য দায়ী। স্ত্রীর মত স্ত্রী বটে,—রূপের অগ্নিশিখা।

কাশেম। বলুন,—আমায় স্মরণ করেছেন কেন?

কাম। কয়েকটী সমস্যা উপস্থিত। হিন্দল পলাতক, বৈরাম সসৈন্যে দিল্লীতে উপস্থিত, সেরসা মথুরা পর্য্যন্ত অগ্রসর।

কা। প্রথমটী ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। হাজার হোক্ সে ভাই।

কাম। সে ব্যক্তিগত ভাবে। রাজদ্রোহ উড়িয়ে দেবার জিনিষ নয়, বিশেষ আমি এখন—

কা। দিল্লীশ্বর; যদিও পাকা ভাবে নয়।

কাম। কোন ভাবেই নয়। আমি হিন্দলের কারারক্ষীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দি, বৈরাম তা নাকচ করে। সেই মুহূর্ত্তেই দিল্লী ত্যাগ।

কা। শাজাদার মত রাজভক্তের প্রাণে তা কি সয়? বৈরামকে রাজদ্রোহে ফেলা যায় না?

কাম। বৈরাম দিল্লীর জনগণের প্রাণ। সব দাদার দুর্ব্বলতা।

কা। সাধে জহর বলেছিল, দাদা মাত্রই গাধা। জহরকে রাজদ্রোহের বেড়াজালে ফেলা যায় ত।

কাম। দিল্লেগী রাখ, এখন কর্ত্তব্য কি?

কা। বৈরামখাঁর সাথে মিলিত হয়ে সেরাসাকে বাধা দিন্।

কাম। আমি দি বুকের রক্ত, আর তক্ত ভোগ করুন দাদা। কেননা, বাবরশাকে পহেলা সুমধুর 'বাবা' ডাকটি তিনিই শুনিয়েছিলেন। ধর, যদি যুদ্ধই করি, সেনাপতি হবে কে?

কা। যিনি সেনাপতি, তিনি।

কাম। আমি কি গোলামের তাবেদার হয়ে লড়্‌ব?

কা। ভেতরের কথাটি কিন্তু এখনও ভাঙ্‌ছেন না। অথচ আমি প্রাণের দোস্ত। রাজনৈতিক মিতালী এমনিই বটে।

কাম। ও তোমার ভুল। তুমি আমার ডান হাত। শোন

তবে, মোগল পাঠান লড়াই করে' কাহিল হোক্, তখন কামরাণ কার্দ্দানি দেখাবে। সে কারও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য লড়্বেনা। সে লড়্বে মোগল গৌরবের জন্য।

কা। অথবা মোগল বৈভব বা সিংহাসনের মায়ায়।

কাম। যাক্, আজই মাকে নিয়ে কান্দাহার যাত্রা করছি।

কা। যুদ্ধ না বাধ্‌তেই পলায়ন?

কাম। এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। যারা খেলে, তাদের চেয়ে সতরঞ্চের চাল বোঝে যারা দূরে ব'সে দেখে। আমি সময় বুঝে কিস্তি দেবো। তুমি আমার সুখ দুঃখের সাথী, তোমাকেও আমার সঙ্গ নিতে হবে—সস্ত্রীক। এস্থান এখন নিরাপদ নয়। বিশেষ খুপসুরত স্ত্রীর স্বামীর পদে পদে বিপদ!

কা। আমি স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে, যা হয় বল্‌বো।

কাম। তুমি সাধে সে পায়ের গোলাম হওনি।

কা। সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী।

কাম। সাংঘাতিক রূপবতীও। এখন শোন, লাল ফটক পার হ'য়ে একটা অশথ গাছ দেখ্‌বে, সেখানে নিশীথে আমাদের সাক্ষাৎ পাবে। তোমার স্ত্রীকে আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম দেবে। বল্‌বে, সাজাদা তাঁর আজ্ঞাবহ।

(প্রস্থান)

(সেতারার প্রবেশ)

সে। শাজাদা? এর দেখ্‌ছি নিতান্ত ইতরের স্বভাব। গরীবের ইজ্জত্‌ হুরমৎ কি বড় লোকের চেয়ে কম?

কা। দায়ে পড়ে লোকটার সঙ্গ নিতেই হচ্ছে। শুন্‌লেত, রূপবতী স্ত্রীর স্বামীর পদে পদে বিপদ! ধরই না, যদি তোমার জন্য ও লোকটা আমায় খুন করে—

সে। সে দিন ওর বুকে ছুরী দিয়ে নিজে জহর খাব।

কা। আপাততঃ চটপট গুছিয়ে নাও গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

বৃন্দাবনের বন পথ—মোগল শিবিরাভ্যন্তর

মূক বালিকার প্রবেশ ও হুমায়ূনের হস্তে হামিদার

ছবি প্রদান)

হু। তুই কি সয়তানী, না বেহেস্তের হুরী? (মূক বালিকা বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া ফেলিল।) ওকি কাঁদ্‌ছো? বালিকা, তুমি কি করে' জান্‌লে আমি এই মূর্ত্তির ধ্যান করছি? বৃথা আশা। তাকে পাবনা। তস্‌বীর বুকে করে' কবরে যাব। বালিকা, তার ছবি দিয়ে এই দোস্‌রাবার তুমি আমার জীবন রক্ষা করলে। আর আমি তোমার ওপর কি কঠোর ব্যবহারই না করছি। তাতে তোমার ভ্রূক্ষেপও নাই। আমার সুখ শান্তি (তস্‌বীর দেখাইয়া) এ নিয়েছে। আমার প্রেমভিক্ষা সে প্রত্যাখ্যান করলে। আমায় চোখের দেখাও আর দেয় না।

(মূক বালিকার প্রস্থান ও হামিদাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

পাষাণী দয়া কি হয়েছে?

হা। জাঁহাপনা, বাঁদীর অপরাধ ক্ষমা করুন।

হু। তার অন্যথা আমার সাধ্যাতীত। কিন্তু তোমার প্রত্যাখ্যান-স্মৃতি এখনও আমার বুকে শেলের মত বিদ্ধ হয়ে আছে।

হা। জাঁহাপনা, চিরজীবন গোপনে—যাক্, এ বালিকা তা বলতে দিলে কই।

হু। কে? এই মূক?

হা। এ অসাধারণ বুদ্ধিমতী, আপনার তস্বীর দেখিয়ে এত ভাবে আমায় ইঙ্গিতে বুঝিয়ে বশ করেছে, যা প্রগল্‌ভার পক্ষেও অসম্ভব। এ আপনার অত্যন্ত ভক্ত, আপনার তস্বীর এর সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। তাই নিয়ে হাসে কাঁদে। ঐ কে আস্‌ছে।

(হামিদা ও মূক বালিকার প্রস্থান)

(হিন্দলের প্রবেশ)

হি। জেলাল খাঁ বহু সৈন্য নিয়ে আস্‌ছে। স্ত্রীলোকদের নিয়ে শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করুন।

হু। আর তোমরা?

হি। যতক্ষণ পারি, শত্রুর গতি রোধ করে রাখ্‌বো।

(বৈরামের প্রবেশ)

বৈ। সে ভার আমি নিলুম। সেরসার কাছে মোগল-মুকুট দিল্লী হারিয়ে আস্‌ছি, এ মরণাধিক গ্লানি বৈরাম সইতে পাচ্ছে না। শাজাদা আপনি শাহান্‌শাকে নিয়ে পলায়ন করুন।

হু। ভ্রাতার পার্শ্বে ভ্রাতা, বন্ধুর পার্শ্বে বন্ধু স্থান নেয় সম্পদে বিপদে। দিল্লী গেছে, দিল্লীর সম্রাট তাই প্রাণ ভয়ে পলায়ন করবে? এস হিন্দল, এস বৈরাম, দৃঢ় হস্তে অস্ত্র ধারণ করি। পাঠানের সমর-সাধ মেটাই। হই আমরা সংখ্যায় কম, আমাদের দৃঢ় সংকল্প আজ বাধার হিমাচলকে নড়িয়ে দেবে। হই ছিন্ন ভিন্ন, আবার ঐক্যে সখ্যে দুর্জ্জয় হয়ে' উঠ্‌তে কতক্ষণ? এ সঙ্কট নয়, বিধাতার সঙ্কেত। কে জাতিকে রক্ষা করবে? দেশকে বড় করবে?— যারা বিপদে ভীত?–কখনই নয়। হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন, না হয় দিল্লীর সিংহাসন। পিতৃপিতামহের গৌরব নিকেতন, মোগলের চির অধিকার—ভারতের মধ্যমণি দিল্লী অধিকার না করা পর্য্যন্ত প্রাণ অতিষ্ঠ, সুখ-শান্তি অকিঞ্চিৎকর, জীবন-ধারণ অসম্ভব।

তৃতীয় অঙ্ক

১—৫ম দৃশ্য

প্রথম দৃশ্য

(দিল্লীব সিংহাসনে সেরশা। নিম্নে জেলালখাঁ উপবিষ্ট)

গাহিতে গাহিতে বন্দিগণের প্রবেশ

গান।

বৈঠে তখ্‌ত' পর সেব মহামতি।
বীর, ন্যায় আধার, সত্য-মুবতি।
যুগ যুগ জীয় ভূপাল জনপ্রিয়,
রটিত সারা ভুবনে তব বিমল যশোভারতী।

(বন্দিগণের প্রস্থান)

সে। রোস্তম, আজ হাফেজকে দেখ্‌ছিনা কেন?

রো। সে নাকি আর দরবারে আসবেনা, বোধ হয় দিল্লীতেও থাকৃবে না।

সে। কেন?

রো। কারণ জিজ্ঞাসা করলে, সে চুপ করে থাকে, জাঁহাপনা।

(জেলাল খাঁর প্রস্থানোদ্যম)

সে। যেয়োনা বৎস, একদিন এই আসনে বসে তোমাকেই সুবিচার দান করৃতে হবে যে।

(জেলাল খাঁ পুনরার উপবেশন করিলেন)

হাফেজকে এখনই পাঠিয়ে দাও, রোস্তম। (রোস্তমের প্রস্থান)

জেলাল, তোমার সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে মোগলপতি পলায়ন করেন, সম্প্রতি তিনি মালদেবের আশ্রয় নিয়েছেন, একটা ক্ষুদ্র রাজাকে পরাজয় দিল্লীশ্বরের পক্ষে এতই কঠিন, যে এখনও তার কোন উপায় হ'লনা ?

জেলাল। উপায় অত সহজ নয়। রাজপুত যুদ্ধ ক'রে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য ক'রে।

সে। তুমি মালদেবের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধ যাত্রা কর।

জে। রাজনৈতিক চালেই সে হারবে।

সে। মনে রেখো পুত্র, রাজনীতিও এক অম্লান, অভ্রান্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত নীতি! সে আপোষ জানে না। যারা আবশ্যক মত তাকে আপন ছাঁচে গড়ে, তারা, প্রতারক। তুমি সেবশার পুত্র। ইমান জান্, এ শিক্ষা ভুলোনা।

(হাফেজের প্রবেশ)

সে। হাফেজ, তুমি নাকি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ ?

হা। বড় মানুষের কাছ থেকে গরীবের তফাৎ থাকাই ভাল, জাঁহাপনা!

সে। এত অভিমান কিসের হাফেজ ?

হা। গরীবের আবার মান অভিমান, ইজ্জৎ হুরমত ?

সে। কি হয়েছে স্পষ্ট করে বল।

হা। যাঁর সুবিচার একটা প্রবাদ বাক্যে পরিণত সেই ন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি জাঁহাপনাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি জেনে অভিযোগ করছি, শাজাদা হাতী চড়ে' গোলামের গৃহের নিকট দিয়ে যেতে ছাদে আমার স্ত্রীকে দেখ্‌তে পেয়ে—

সে। থাক, আর বল্‌তে হবেনা। পুত্র, একি সত্য?

(জেলাল খাঁ অধোবদনে নীরব রহিলেন)

সে। একদিন কি বলেছিলাম মনে আছে জেলাল? পুত্রও যদি অপরাধী হয়, সেরশার বিচারে তার অব্যাহতি নাই। তোমার শাস্তি—পক্ষকাল নির্জ্জন কারাবাস।

হা। জাঁহাপনা, আপনার বিচার দেখে আমার আর্ত্তনাদের কণ্ঠরোধ হয়েছে, আমি আমার অভিযোগ প্রত্যাহার করছি, শাজাদাকে ক্ষমা করুন।

সে। শাজাদা, তোমাদের চেয়ে আমার প্রিয়তর। বিচারের সময় সেরশা এক খোদাকে সাম্‌নে রাখে! তার কাছে তখন জগৎ-সংসার লুপ্ত। শাজাদা, বাদশা, ভিখারী সব এক।

জে। ধন্য পিতা ধন্য। সেরশার পুত্র যা'ই হোক্ সে ন্যায় দণ্ডের সম্মুখে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করতে শিক্ষা পেয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মালদেবের অন্তঃপুরসংলগ্ন চত্বর

খিজির খাঁ। ছিলেম প্রেমিক, হয়েছিলেম ভবঘুরে, এখন সেজেছি সেরশার গুরু। দুঃখ কি? দুনিয়ার সাজঘরে বহুরূপী সাজ্‌তেই হবে। এই আলখাল্লার জোরে সাধু বলে' দিব্যি চলে গেছি। মালদেবকে যেই বলা,—আমি শেরসার গুরু—অমনি কেনা-গোলাম। বুজরুগি দেখিয়ে রাজবাড়ী শুদ্ধ বশ। শেষে অন্দর পর্য্যন্ত চড়াও। লহমার জন্য যদি তার দেখা পেতেম। কে আস্‌ছেনা? ও যে সেই, সেই।

(গুলবদনের প্রবেশ)

গুল। কে তুমি?

(খিজির খাঁ সহসা গুলবদনকে আক্রমণ করিল)

গুল। চোর! চোর!

খি। চোর নই, মহারাজের নূতন গুরু! তাঁর অনুমতি বলেই তোমায় ধরেছি, এই দেখ পাঞ্জা।

গুল। বিশ্বাসঘাতক মালদেব। ভণ্ড, বেয়াদপ! জানিস, আমি হিন্দুস্থানের শাজাদী—ভারতসম্রাট হুমায়ুনের ভগ্নী! তোর ধৃষ্টতার প্রতিফল এখনই পাবি।

(খিজির খাঁ তাঁহার কৃত্রিম গোঁপ দাড়ি খুলিয়া ফেলিলেন)

খি। মালদেব সত্যই বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু আমি ভণ্ডও নই, বেয়াদপও নই, নিজের স্ত্রী যিনি মাদ্রাসার মৌলভি, মসজিদের মোল্লা, দরগার পীর—এর কোনটাই নন, তাঁর সঙ্গে একটুখানি দিল্লেগী করছিলেম। নীতিশাস্ত্রে এও কি কুরুচি?

গুল। অ্যাঁ, অ্যাঁ, তুমি?

খি। হাঁ গো হাঁ আমি। গলা শুনেও টের পাওনি? এইত প্রেম। বিরহের ছটফটানী।

গুল। এখানে হঠাৎ?

খি। মোগল-সাম্রাজ্য হ'লে না হয় কথা ছিল।

গুল। এ তোমার মিথ্যা অভিমান প্রিয়তম। দাদা তোমাকে বিলক্ষণ জানেন।

খি। আমিও তোমার দাদাকে বেশ চিনি।

গুল। আর তোমায় ছাড়্ছিনে।

খি। আরও কিছুকাল বিচ্ছেদ সহ্য করতে হবে, প্রিয়তমে। যেদিন রাহুগ্রস্ত মোগল-সূর্য্যের মুক্তি হবে, সেইদিন খিজির খাঁ আত্মপ্রকাশ করবে। বেশী কথার সময় নাই, বাদ্শাকে গিয়ে জানাও, একজন ফকির তাঁর দর্শনপ্রার্থী! এই দণ্ডে সাক্ষাৎ না হ'লে, তাঁর বিষম বিপদ।

(অতিথিভবনে আগুন ধরিয়া উঠিল)

গুল। ওকি! আগুন। আগুন। দাদার গৃহে! হায় কি হবে। কি হবে। দাদা আহত, শয্যাগত! কে তাঁকে রক্ষা করে?

খি। ভয় নাই, ভয় নাই। (উভয়ের প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন)

(প্রজ্বলিত অগ্নির ভিতর হইতে হুমায়ুনকে লইয়া ছদ্মবেশী খিজির খাঁর প্রবেশ)

খি। জাঁহাপনা, মালদেব বিশ্বাসঘাতক। সে সেরশার নিকট আত্মবিক্রয় করেছে। শীঘ্রই এস্থান ত্যাগ করুন। আমি আপনাদের পলায়নের সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

হু। আমার বাল্যবন্ধু বিশ্বাসঘাতক। তুমি?

খি। (শ্মশ্রু গুম্ফ উন্মোচন করিয়া) আমি? আমিত রাজদ্রোহী। (একখানি পত্র দিয়া) পড়ে' দেখুন। এই পত্র আমি পথে কুড়িয়ে পেয়ে এখানে আসছি।

হু। অ্যাঁ, তুমি? আসন্ন বিপদ হ'তে উদ্ধার কর্ত্তে এসেছ? আর সকলে?

খি। নিরাপদে বহির্গত হ'য়ে আপনারই প্রতীক্ষা করছে। আমার স্কন্ধে ভর দিয়ে আসুন জাঁহাপনা!

হু। তোমার এ ঋণ পরিশোধের সাধ্য আমার নাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কান্দাহার   কামরাণের কক্ষ

কামরাণ। অন্ধকারের একটা সঙ্গীত আছে, তা অন্ধকারেই জমে ভালো! তারই মধ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রা!

(গুলরুখের প্রবেশ)

গুল। যন্ত্রচালিতের মত দুনিয়া ছুটে চলেছে! কবে তার জন্ম? আবার কোথায় তার শেষ? তার কোষ্ঠী ত কেউ করে নাই।

কাম। শূন্য শুধু শূন্যময়। যা হাতের কাছে পাও, দখল করে নাও, উপভোগ কর, প্রাণ ভ'রে সম্ভোগ। তারপর সব ফক্কিকার! বিলাসীর পুরস্কার মখ্‌মলের বিছানা, উদাসীনের ছেঁড়া কম্‌বলী! কার হা'র, কার জিত?—এক ভয় মৃত্যু। এরই দাওয়াই নাই! ঈশ্বর না মানার সবই সুবিধা, কেবল এই জায়গায় খট্‌কা। ভাব্‌লেই ভাবনা বাড়ে। কিন্তু যা পেয়েছি, তা আঁকড়েও ত তৃপ্তি নাই। এমন দিন ছিল, কান্দাহারের ক্ষুদ্র জনপদ মনে হ'ত ভারত সাম্রাজ্যের চেয়ে বড়! কিন্তু দুনিয়ার আঁকা-বাঁকা পথে যা-ই পড়া, যাত্রার মাত্রা অফুরাণ।—চলেইছে! কেবলই চলেছে।

গুল। কামরাণ!

কাম। চুপ, খুন চড়ে গেছে। মানব কি প্রাকৃতিক যন্ত্র? না, দানবের প্রাণশক্তি? দুনিয়া ত অনাথ শিশু। নিরাশ্রয়, নিরালম্ব। শূন্যে শূন্যে ঘুরছে। কেউ আহা বল্‌বার নাই। বাহবা দেবারও নাই! কাঁদছে, কেউ অশ্রু মোছাবার নাই। হাস্‌ছে, কেউ যোগ দেবার নাই।

গুল। কামরাণ ঘুমোতে যাবিনে?

কাম। ঘুম? আমি যে ঘুমকে জবাই করেছি, মা। তুমি এখনও তা পারলে না? নারী একবার যদি তার কোমল বৃত্তিগুলি উৎপাটিত কর্‌তে পারে, তবে বুঝি তার মত ধ্বংসের তাণ্ডবে নাচ্‌তে আর কেউ জানেনা। তুমি এখনও তা পারলে না?

গুল। না, পারছিনা। ক্ষমা কর, পারছিনা।

কাম। পার্‌তেই হবে। মাতা পুত্রে মিলে যে কালানল জ্বেলেছি, যাবত্‌ না তাতে সমস্ত হিন্দুস্থান ছারখার হয়, সে পর্য্যন্ত স্থির থাক, মাথা ঠাণ্ডা রাখ। প্রকৃতি তোমায় যে আউয়াল জমি চষ্‌তে দিয়েছে, তা পতিত ফেলে রাখ! বন্ধ্যা মরুভূমি। আলেয়া হোক্‌ তার আলো! মরীচিকা—প্রাণবায়ু।

গু। ক্ষিপ্ত ঝড়ের বেগে উড়ে? প্রলয়-বন্যার মত ভেসে? হো হো পারছিনে! আর পারিনে যে।

(প্রস্থান)

(কাশেমালীর প্রবেশ)

কা। এত রাত্রে আমায় ডেকেছেন, সংবাদ কি শাজাদা?

কাম। সংবাদ বড় ভাল নয়। হিন্দল সসৈন্যে খুব নিকটে এ'সে প'ড়েছে।

কা। পূর্ব্ব অপমান নিশ্চয়ই সে ভোলে নাই, সুতরাং পড়্‌বে মৃত্যু পণে।

কাম। কিন্তু জানইত আমি চিরকাল স্নেহদুর্ব্বল। ছোট ভাইটীকে কেবলই দেখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে।

কা। কিন্তু ভাই, অত সহজে দাদার দেখার সাধ মেটাবে কি?

কাম। তাবই ব্যবস্থার জন্য আজ ভাই, তোমার শরণাপন্ন। তোমায় একবার হিন্দলের শিবিরে যেতে হচ্ছে।

কা। আর কেউ গেলে হয়না?

কাম। নফরের ওজর খাটে না।—অন্য প্রভু হয়ত এই বল্‌তো। আমি বলি,—দোস্ত, আমার জন্য মেহেরবাণী করে' তোমায় এ ক্লেশটুকু স্বীকার করতেই হবে। দাদা সস্ত্রীক শিশুপুত্র নিয়ে পারস্যে যাত্রা করেছেন খবর পেয়ে যে ক'টী বিশ্বস্ত অনুচর ছিল, মরুভূমির পথে রাজ-অভ্যর্থনার জন্য পাঠিয়েছি।

কা। বাদশাকে এ ভাবে হত্যা করলে, আপনার সিংহাসনের পথে কণ্টক রোপণ করা হবে।

কাম। হত্যা? সে কি। পথে দস্যুভয়, আমি চাই দাদা কোন বিপদে না পড়েন। যাক্, সম্প্রতি আমার লোকই নাই, বিশেষ রাজনৈতিক দৌত্যে তোমার মত আর কে? তাই ত প্রাণের দোস্ত, তোমায় ক্লেশ দিতে হচ্ছে।

কা। প্রাণের দোঁস্তের কাছে দিল বা দিলের কথাগুলো যেরূপ চোস্ত করে ফেল্লেন, তাতে কি বলা চলেনা, যে রাজনৈতিক দিলের মিল শয়তানের সাপখেলা?

কাম। চিরকাল তোমার ঐ কথা। একদিন পরখ্ পাবে, এ প্রাণ তোমারই।

কা। তবে তোমার জন্যও জান কবুল! এখন কি কর্ত্তে হবে?

কাম। কাল ভাই, তোমায় আমার দূত হ'য়ে হিন্দলের শিবিরে যেতে হবে। খবরদার, খুপসুরুত স্ত্রীটী যেন চোখের জলে বা জালে ফাটকে আটক না করে। (প্রস্থান)

(সেতারার প্রবেশ)

কা। তুমি এখানে কোথা থেকে সেতারা?

সে। আমায় কে যেন টেনে এনেছে। এই রাতে শাজাদা তোমায় ডেকে পাঠিয়েছে, শুনে আমার প্রাণ উড়ে গেছে।

কা। আমি যে তার বেতনভোগী, সেতারা! সে কথার ছলে শুনিয়ে দিলে—নকরের ওজর খাটে না। আজ রাত্রের

জন্য ছুটী পেয়েছি। কালই আমায় হিন্দল শাজাদার শিবিরে যেতে হবে।

সে। তবে কি আজই আমাদের শেষ-রজনী, প্রিয়তম?

কা। কে জানে প্রিয়তমে, শাজাদা সেদিন বল্‌ছিল না, খুপ্‌সুরত স্ত্রীর পদে পদে বিপদ!

সে। তবে রূপ গোল্লায় যাক্। চুল কেটে ফেল্‌বো, মুখময় উল্‌কি পরবো; মলিন জীর্ণ বেশে থাক্‌বো। তাহলেত তুমি নিরাপদ?

কা। তা হ'লে আমি আত্মঘাতী হব।

সে। তবে চল, এ স্থান ত্যাগ ক'রে দুজনে চলে যাই।

কা। সে বেইমানী আমা হতে হবে না সেতারা! বহুকাল থেকে শাজাদার সঙ্গে খাতের। তিনি যা-ই হোন্, অসময়ে আমার দুটো অন্নের ব্যবস্থা করেছিলেন, সে উপকার কখনও বিস্মৃত হ'তে পারবোনা।

সে। তবে আমাকেও সঙ্গে নাও।

কা। চিন্তা নাই, আমি শীঘ্র ফিরে আস্‌বো।

সে। আমার মাথা ছুঁয়ে দিব্যি কর, সাবধানে থাক্‌বে! কোন অন্যায় কাজে যাবে না!

কা। বেশ তাই হবে। এখন চল, রাত আর নেই!

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

অমর-কোট রাজবাটী

অমর-কোট রাজ। শাহানশা, আজ দীনের ভবনে ভারতের ভাবী উত্তরাধিকারীর জন্ম। এ একটা অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় শুভ সংযোগ, আপনাকে প্রাণের আনন্দ অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

হুমায়ুন। মহারাজ, বিজয়ী পাঠান-শক্তিকে অগ্রাহ্য করে' বিপন্নকে আশ্রয় দিয়েছেন। যদি দিন আসে, দিল্লীশ্বর আপনার এ মহানুভবতার প্রতিদান দিতে চেষ্টা করবে।

অ-রাজ। জাঁহাপনা, রাজপুত প্রত্যুপকারের আশায় উপকার করে না।

জহর। মহারাজ, গোস্তাকী মাফ হয়, রাজপুত জাতিতে মালদেবের সংখ্যা যে বেশী নয়—অন্ততঃ এটাও ত প্রমাণ করলেন।

হু। রাজপুত জাতি কি সামান্য? রাণা সংগ্রামসিংহের মহা যুদ্ধের পর পিতা এই বীরজাতির প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

জ। সাধে কি? সে যুদ্ধে তাঁকে বল্‌তে হয়েছিল, কয়েকটা ভুট্টার জন্ত আমি ভারত-সিংহাসন হারাতে বসেছিলাম।

হু। নবজাত যেন পিতামহের যশের অধিকারী হয়। ভাগ্যদোষে বাবরের বংশধর আজ বন্যপশুর ন্যায় বিতাড়িত। ভারতসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীর সূতিকাঘর আজ মরুভূমি! দিল্লীশ্বর ভিখারী। তার ক্ষুদ্র সম্বল এই কস্তূরিচূর্ণ সে সকলকে আজ সাদরে উপহার দিচ্ছে। এই সুরভি যেমন গৃহ আমোদিত করেছে, নবজাত শিশুর যশ-সৌরভও যেন তেমনি সমস্ত জগৎ মোহিত করে।

অ-রাজ। আমরা কায়মনোবাক্যে সেই প্রার্থনা করি।

হু। কালই আমাকে সপরিবারে পারস্য যাত্রা করতে হ'বে অমরকোটপতি।

অ-রাজ। কালই? এই অবস্থায়?

হু। আমার আর বিলম্বের অবকাশ নাই। বৈরামকে পারস্য দরবারে সৈন্য ও অর্থ সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলাম, সে জানি যাচ্ছে,—আমি নিজে না গেলে কার্য্যোদ্ধারের কোন আশা নাই।

অ-রাজ। কি ভাগ্যের বিড়ম্বনা।

হু। মহারাজ, বহির্দ্বন্দ্বে আমায় কাতর করতে পারেনি। আমি গৃহবিবাদেই জর্জ্জর! যে আমার একান্ত অনুগত ভ্রাতা, একদিন যে হিন্দলের বিদ্রোহ দমন করেছিল, আজ সেই কামরাণই বিদ্রোহ-ধ্বজা উত্তোলন করেছে, আর হিন্দোল তার দমনে যাত্রা করেছে।

জ। ভাই বলেন আমায় স্বাধ, দাদা বলেন আমায় স্বাধ। সেবাবের শোধ ভাল হাতেই তোলা হবে।

হু। পরস্পরের বিদ্বেষ কোন একটা অঘটন না ঘটায়!

জ। অর্থাৎ ঘা দিক্, যেন না ভাঙে। ধরুক বাঁধুক, যেন অপমান না করে! রাজনৈতিক কচ্‌কচি এখন থাক্। আজ নবাজাতেরই দিন! চলুন, আজ শুধু ফুর্ত্তি! কেবল মজা!

(সকলেব প্রস্থান ও প্রদীপহস্তে পুরবালাগণের প্রবেশ ও গীত)

গান

যদি সুদূব হইতে এসেছে একটা অতিথি ক্ষণেক তরে,
বাজাও শঙ্খ, মঙ্গল-দীপ জ্বাল আজি ঘরে ঘরে।
ছড়াও গো লাজ পথে পথে সবে,
সাজাও তোরণ ফুল-পল্লবে,
সঘন চুম্ব পূর্ণকুম্ভ যেন আজ স্নেহে ভরে।
পথ-ভোলা পরদেশী এ পান্থ—
এসেছে ক্ষণেক জুড়াতে শ্রান্ত,
বিছায়ে দাও গো শীতল আসন আকুল হৃদয়োপরে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

কান্দাহার—কামরাণের শয়ন কক্ষ

গুলরুখ্। রাত জেগে কি হ'চ্ছে, কামরাণ?

কামরাণ। আজ তোমার স্বর শু'নে ভয় হচ্ছে' মা। তাতে শাণিত ভর্ৎসনা আর স্থির-প্রতিজ্ঞা মিশ্রিত।

গুল। আর তোর মুখে কণ্ঠে নিশীথের ভীষণতা আর কালিমা। কটাক্ষে ঘাতকের রক্তত‍ৃষ্ণা। ভণ্ড, আমার কাছে আত্মগোপন? আত্মসমর্পণের লোভ দেখিয়ে হিন্দলকে নিমন্ত্রণ করে' আনা হয়েছে কেন?

কাম। ভাইকে কি ভাই নিমন্ত্রণ করে না? লোভ দেখান কি?

গু। এখনও প্রতারণা? সে কিন্তু তোর কথায় আস্থা স্থাপন করে' আরামে ঘুমুচ্ছে, আর তুই রাত জেগে ফন্দি পাকাচ্ছিস্।

কা। ধর, যদি তাকে বন্দীই করি?

গু। সে প্রেমে, শৃঙ্খলে নয়। হিন্দল এখন তোর অতিথি!

কা। হিন্দল আমায় বধ কর্ত্তে এসেছে কি না।

গু। সে ত প্রকাশ্য যুদ্ধে। তুই যুদ্ধ করে' তাকে পরাস্ত কর্।

কা। মা, রাজনীতি জিনিষটা কি সোজা ?

গু। রাজনীতি কি চোরের রীতি? হিন্দল তোর ছোট ভাই, তাতে আপন গৃহে তাকে ডেকে এনেছিস্, ছোট ভাইটীকে শান্তিতে ঘুমুতে দে।

কা। সেই ব্যবস্থাই ত হচ্ছে! তাব পূর্ব্বে একটুখানি ক্লেশ দেবো মাত্র।

গু। আমি তাকে আশ্রয় দেবো।

কা। স্বয়ং খোদারও এক্তিয়ার নাই তাকে রক্ষা করে। আমার লোক অনেকক্ষণ গেছে।

গু। (চীৎকার করিয়া) হিন্দল জাগ, জাগ! বিশ্বাসঘাতক ভাই তোমায় বন্দী কর্ত্তে লোক পাঠিয়েছে!

(প্রস্থানোদ্যত)

কাম। (বাধা দিয়া) কোথা যাচ্ছ? ঐ, সে ঐ!

(হিন্দলের ছিন্নমুণ্ড লইয়া ঘাতকের প্রবেশ)

ঘাতক। দেখ, ভাল করে' দেখ, এই সেই কি না! কাশেমকেও—

(গুলরুখ্ চক্ষু আবৃত করিয়া রহিলেন)

কাম। ব্যস, চুপ!—চোখ মেলে চেয়ে ছাখ মা, তুমি যে বাদ্শার মা হবে।

গু। হো। হো। আমি বাদ্‌শার মা হবো, বাদ্‌শার মা হবো।

(বেগে প্রস্থান)

কাম। (ছিন্ন মুণ্ডের দিকে চাহিয়া) সরিয়েনে, সরিয়েনে।

চতুর্থ অঙ্ক

১—৫ম দৃশ্য

প্রথম দৃশ্য

দিল্লীর প্রাসাদ

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত)

গান

শূন্ত করি গাগরী পানিয়া ভরণে গোপী ধাওয়ে।
বাট রোকি হাসে শ্যাম রসিয়া, অবলা মজাওয়ে।
গলে বনমালা দোলে, ব্রজবালা মন ভোলে,
পাগল পরাণ, সুচতুর কাণ বাঁশরী বাজাওয়ে।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

জেলাল খাঁ। আচ্ছা, বল দেখি তোমরা, আমি বড়, না আমার পরলোকগত পিতা বড় ?

প্রথম-পারিষদ। হজরত বড়।

জে। হজরত ত উভয়ই।

প্র-পা। তাওত বটে।

দ্বি-পা। একটা খট্‌কা লেগে গেল।

৩য়-পা। এটা ভাব্‌বার কথা বৈকি।

জে। আহাম্মকের দল, এও বুঝ্‌লে না। হাজার হ'ক, বাবা গরীবের ছেলে, আমি বাদ্‌শার ব্যাটা বাদ্‌শা।

প্র-পা। তাইত, এমন সোজা কথাটা মাথায় আসেনি।

২য়-পা। আমি বল্‌ব বল্‌ব কচ্ছিলেম।

৩য়-পা। আমরা যা ভাবি, সোজা তাই কি বল্‌তে পারি রে নাদান? জাঁহাপনা যে রকম সাফ্‌ করে কথাটা বোঝালেন, ভর হিন্দুস্থানে কে তা পার্‌বে, বেকুফ?

জে। আচ্ছা বল ত তোমরা কি বুঝ্‌লে?

প্র-পা। বুঝেছি সবই, কেবল ঐটে বুঝিনি।

২য়-পা। আচ্ছা, আমি বল্‌ছি জাঁহাপনা। সেরশা বেহস্তে, আর জাঁহাপনা—

৩য়-পা। বুঝি জাহান্নামে? বেয়াদব।

জে। ওকথা থাক্‌। বল দেখি যদি হুমায়ুন বাদ্‌শা আমার সঙ্গে লড়্‌তে আসে, কার জয় হবে?

প্র-পা। জাঁহাপনার।

২য়-পা। কেন, তা বল্‌তে হবে।

প্র-পা। বেশ্‌, বল্‌ছি। আমাদের জাঁহাপনা রঙ্গমহাল গুলজার কচ্ছেন, আর সে বেচারীর রোদে ধুঁকে' জলে পচে' মুখে রক্ত উঠ্‌ছে।

২য়-পা। এই তোর বুদ্ধি? জাঁহাপনার নামের আগের আখর "জ" অর্থাৎ জিত! আর তার "হু" অর্থাৎ হার!

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। শাজাদা কামরাণ জঁহাপনার দর্শনপ্রার্থী।

জে। তাঁকে নিয়ে এস।

(প্রহরীর প্রস্থান)

প্র-পা। ইনি কে?

২য়-পা। শুন্‌লেনা? কামরাণ্। কামরাণ।

৩য়-পা। কাম্‌ড়াবেনা ত জঁাহাপনা?

জে। বিশ্বাস কি? আদত গোখ্‌রো।

প্র-পা। কতবড় জঁাহাপনা?

জে। চুপ, ওই আস্‌ছে।

(কামরাণের প্রবেশ)

প্র-পা। এযে মানুষ-সাপ।

২য়-পা। আরও ভয়ানক। সর্ব্বাঙ্গে বিষ।

কাম। এরা কে?

জে। তোমরা থাম। বলুন, কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন সাজাদা?"

কা। হুমায়ুন—

জে। দাদা বলুন্।

কা। মাফ্ করবেন সম্রাট্, হিন্দুস্থানের মাথা হেঁট ক'রে পারস্যের সাহায্য ভিক্ষা যে করে—

জে। সে বেইমানের চেয়েও কি ছোট?

কা। তা—তা—যাক্, মোগল পারস্যের জোরে দিল্লী অধিকার কর্ত্তে এলে, পাঠানেরও তেম্নি জোরেই ত বাধা দিতে হ'বে। বিদেশীর কাছে দেশের মান রক্ষার জন্য আমি আমার ফৌজ নিয়ে আপনার সঙ্গে যোগ দিতে চাই।

জে। বাহবা দেশহিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি না মোগল?

কা। আমি—আমি—

জে। খাঁটি স্বদেশী। দেশের জন্য বড় ভাইয়ের সঙ্গে দাগাবাজি। ছোট ভাইয়ের বুকে ছুরী। একেই বলে আত্মোৎসর্গ। আমায় কিন্তু রেহাই দিতে হচ্ছে। আমি বরং গাঁটকাটার সঙ্গে মিতালী করতে রাজী, তবু আপনার মত দেশপ্রেমিকের সঙ্গে নয়। জেলাল খাঁ যতই বিলাস-ব্যসনে মজে' থাক্, সে আপনাদের দলের কেউ নয়, জেনে রাখ্বেন, হুজুর।

প্র-পা। তোমায় দেখ্লে মস্জিদের ফল হয়!

২য়-পা। চা'র পায় ভর দিয়ে দাঁড়াওনা, কোড়া নিয়ে পিঠে চাপি।

৩য়-পা। ডাকো—হিঁ হিঁ হিঁ।

জে। তোমরা চুপ্ কর। আপনি আর বৃথা ক্লেশ করবেন না।

(কামরাণের অধোমুখে প্রস্থান ও পারিষদগণ "হুক্কা হুয়া" "হুক্কা হুয়া" শব্দ করিতে লাগিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মরুভূমি

হামিদা। চারিদিকে বালির প্রজ্বলিত অনলকুণ্ড। একটু জল। একটুখানি। পিপাসায় চারদিক আঁধার দেখ্‌ছি।

(মূকবালিকা বস্ত্রাঞ্চলে বীজন করিতে লাগিল)

হুমায়ুন। স্থির হও প্রিয়তমে, জল আন্‌তে লোক পাঠিয়েছি।

হা। আবার পাঠাও।

হু। হায় প্রিয়তমে, আমার আর কে আছে ?

(মূকবালিকার প্রস্থান)

হিন্দলের সাহায্যার্থে জহরকে পাঠাবার পর থেকে যে কটী বিশ্বস্ত অনুচর আমায় ধ'রে ছিল, তার প্রায় সকলেই ছেড়ে গেছে। ওকি মূকবালিকা কোথায় গেল ? আমিই দেখে আসি, জল পাই কিনা।

হা। তুমি যেয়োনা। আগুনে হাওয়ায় বালি উড়্‌ছে, গায়ে যেন ফোস্‌কা পড়্‌ছে। ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জল ! জল। জল। কাণ বধির,—গলা কাঠ, কথা আড়ষ্ঠ। জল,—একটু জল !

হু। সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই, প্রিয়তমে!

হা। আমি আর সইতে পারিনা। এক ফোঁটাজল। শুধু একবিন্দু। লবণাক্ত, পঙ্কিল, পুতিগন্ধময়। শুধু এক ফোঁটা—জহব থাকে দাও—প্রাণ ভরে তৃষ্ণা নিবারণ করি।

হু। একটু ধৈর্য্য ধর, আকবর জেগে উঠ্‌বে।

হা। আমি যে আর পারিনা। শুধু এক ফোঁটা জল, দাও প্রিয়তম, দাও।

হু। এ খোদা, এ দীন দুনিয়ার মালেক, কৈ এল তোমার দোয়ার মত এক বিন্দু জল। আমার সাম্রাজ্য বিনিময়ে একটু জল। এক ফোঁটা জল।

(জনৈক অনুচরের প্রবেশ)

হা। এনেছ? জল এনেছ?

অ। কোথাও জলের চিহ্ন দেখ্‌তে পেলেম না, হজরত।

হু। আবার যাও। আবার খোঁজ ভাই।

(অনুচরের প্রস্থান)

হা। এলনা? জল এলনা? তবে বিদায়।

হু। একটু অপেক্ষা কর প্রিয়তমে! এই ছুরী বুকে বসিয়ে দিচ্ছি, আমার কলিজার লহু তোমার তৃষ্ণা দূর করুক্‌।

(মূকবালিকার জল লইয়া প্রবেশ ও বাধা প্রদান ও
হামিদাকে জল প্রদান)

হু। এ হতভাগ্য দম্পতিকে তুমিই বাঁচালে, বালিকা।

হা। (জলপান করিয়া) বোন্ আমাদের জন্মের মত কিনে রাখ্‌লে।

হু। তুমি কি করে এত শীঘ্র জল পেলে, বালিকা?

(মূকবালিকা ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিল)

হা। আর এখানে তিষ্ঠান দায়, চলুন, অগ্রসর হই।

হু। তুমি শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছ, একটু বিশ্রাম কর।

হা। এই শিশুকে নিয়ে মরুভূমিতে বিশ্রাম। এ এক নূতন অভিজ্ঞতা! কিন্তু এতে আর আমার সাহসে কুলুচ্ছেনা।

হু। আমার হাতে পড়ে' তোমার লাঞ্ছনাই সার।

হা। ওসব কথা যে ঐ বন্দুকের গুলিবৎ বালিকণা অপেক্ষাও যন্ত্রণাদায়ক।

(কামরাণের অনুচরগণের প্রবেশ ও হুমায়ুনেকে আক্রমণ ও
আকবরকে লইয়া পলায়ন; হুমায়ুনের অনুসরণ)

হা। আকবর। আকবর। (মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, মূকবালিকা শুশ্রূষা করিতে লাগিল)

(হুমায়ুনের পুনঃ প্রবেশ)

হু। এ কি? পুত্র গেল, পত্নীরও সেই দশা। এ খোদা, কি কলম দিয়ে তুমি হুমায়ুনের ভাগ্যলিপি রচনা করেছিলে? সে কি ঐ উত্তপ্ত লৌহশলাকা বালিকণার চেয়েও নির্ম্মম?

(বসিয়া পড়িলেন)

তৃতীয় দৃশ্য

কান্দাহার—কামরাণের শৈলাবাস

কামরাণ। এ কে উন্মাদিনী, এলোকেশী, ভয়ঙ্করী? হাতে ছুরী! ও তুমি? এ মূর্ত্তিতেও তোমায় কি সুন্দর মানিয়েছে!

সেতারা। যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দে। সত্য উত্তর!

কাম। মিথ্যাই আমার স্বভাব! তবে তোমার কাছে প্রাণ-পণে খাঁটি থাকৃতে চেষ্টা করবো।

সে। তুই কি আমার পতিহন্তা?

কাম। সে কি? আততায়ীর হস্তে যে ভ্রাতা আর বন্ধুকে এক সঙ্গে হারিয়েছি!

সে। বিচারের ছল ক'রে সেই খুনীকে তুই অব্যাহতি দিলে, সে আমার কাছে এসে ক্ষমা চায় ও সব প্রকাশ করে। সে তোরই নিয়োজিত ঘাতক।

কাম। সেই মিথ্যাবাদীর রসনা কুক্কুরের খাদ্য হবে।

সে। তোর পাপরাজ্য সে ছেড়ে গেছে। তোর প্রদত্ত অর্থও ফিরিয়ে দিয়েছে। (ফেলিয়া দিলেন)

কাম। ধর, আমিই কাশেমের হত্যাকারী! কিন্তু এজন্য দায়ী কি আমি?

সে। তবে কে?

কাম। তুমি।

সে। আমি?

কাম। তুমি। কে আমায় এতে প্রবৃত্তি লওয়ালে? তুমি।

সে। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি নির্দ্দোষ। মরবার জন্য প্রস্তুত হ'।

কাম। এমন সুখের মৃত্যু আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি, তোমার সুন্দর হাতে প'ড়ে ঘাতকের ছুরী আজ প্রেমের মোহন কাটারী। আমার কলিজা দু'ভাগ করে' দেখ, সেথায় তোমার ভুবন-ভুলান ছবি। প্রতি রক্তবিন্দু যখন কাতর কণ্ঠে করুণ ভাষায় আমার প্রেমের ইতিহাস বল্‌বে, তখনও কি অভাগার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌বে না, পাষাণি?

সে। তোকে মারতেও ঘৃণা হয়।

কাম। তবে আমায় বাঁচিয়ে রাখ। অষ্ট প্রহরের উপাসনার মত তোমার প্রেমে মশ্‌গুল থাক্‌তে একজন ভক্ত বেঁচে থাক্‌।

সে। তোর প্রেমে আমি পদাঘাত করি।

কাম। আর সে পদাঘাত আমি আশ্‌মানী খেলাতের মত মাথায় রাখি।

সে। পাপ মুখে ধর্ম্মের কথা।

কাম। প্রেম পাপীকে সাধু করে, প্রাণের দোস্তের জন্য

অনুতাপে কলিজা জ্বলছে, কিন্তু হায়, যার জন্য জাঁহান্নম কবুল, অবশেষে সেও ?—

সে। এসব তোর ভণ্ডামীর অভিনয়।

কাম। খোদা সাক্ষী !

সে। তোর খোদা নাই।

কাম। তুমি আছ, তোমার শপথ।

সে। তোর প্রেমের মূল্য কাণাকড়িও নয়।

কাম। যে দুনিয়ার পিয়ারী, তার পক্ষে একটী দিলের আমারই এক দামড়ীও নয়। (নতজানু হইয়া) কিন্তু সমস্ত জগতের সকল প্রেম একত্র-করা প্রাণের এ সুধা সাগর।

সে। কি অপরাজিত শাঠ্য। কি অশ্রান্ত কাপট্য। যেন শক্তির দানব। একটা চরিত্র, একটা ব্যক্তিত্ব।

কাম। না পেলেম তোমায়, তোমার একটী প্রেমের নিশানাও কি পাব না ? আমি যে তাই নিয়ে কবরে যেতে চাই।

সে। এই নে নিশানা (পাদুকা ছুঁড়িয়া মারিলেন)

কাম। খুব পেলেম, (মাথায় রাখিয়া) এই আমার প্রথম প্রেমের প্রথম নিদর্শন।

সে। পতির কবরের দাগ মুছে যেতে না যেতে তারই পত্নীর কাছে পা হয়ে প্রেম ভিক্ষা করছে, এ একটা অলৌকিক কাহিনী।

নিয়মের অসমসাহসিক ব্যভিচার। অদ্ভুত। অস্বাভাবিক! কিন্তু অসাধারণ।

কাম। প্রেম শুধু অন্ধ নয়, মূক ও বধির। আমি তোমায় ধর্ম্মপত্নী করতে চাই। আমি লম্পট নই, প্রেমিক।

সে। এ কি তীব্র বাসনার আগ্নেয় উচ্ছ্বাস। একি দৃঢ় অক্লান্ত প্রবল আকর্ষণের 'মোহিনী'। যেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। যাদুকর, থাম্, আমায় ভাব্‌তে দে. একটু ভাব্‌তে দে।

কাম। বেশ, আমি প্রতীক্ষায় রইলেম। সব আর্ত্তি, সমস্ত আকিঞ্চনটুকু :পায়ে ঢেলে দিয়ে শূন্য হৃদয়ে আশাপথ চেয়ে রইলাম।

(উভয়েব উভয় দিকে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

পারস্যের দরবার খাস

শাহ। আমি হারুন-উল-রসিদের গোষ্ঠী। আমার কদর ভর ভ্রানয়ার মালুম আছে। তাই খোদ হিন্দুস্থানের বাদ্‌শা পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য আমার দ্বারে হাজির। অভ্যর্থনার আড়ম্বরটা এম্‌নই করতে হবে, যাতে সে বোঝে, পারস্যের শাহ একমাত্র খোদাতালার নীচেই। পারস্যের দৌলত আরব-রজনীর কাহিনীর মত। দেখে তার মাথা হেঁট হবে। হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে পারস্যের কদর জাহির হবে। বাছা বাছা নর্ত্তকীদের মজলিসে আন্‌বে। দিল্লীশ্বর দরবারে প্রবেশ কর্‌লেই যেন তারা সভা মাৎ করে। পারস্য পরীর দেশ। রূপের ফোয়ারায়, নাচে, গানে, আতর গুলাবে পারস্য যেন পরীস্থানে পরিণত হয়।

পারিষদ্। জাঁহাপনার হুকুম মত সব ঠিক আছে।

শাহ। হিন্দুস্থানের বাদ্‌শা দরবারে প্রবেশ করলে, আমি আসন ছে'ড় উঠ্‌ব না, উঁচু মাথায় সিনাটান ক'রে গরম মেজাজে মসনদে বসে থাক্‌ব। আমি হারুণ-উল-রসিদের গোষ্ঠী। তোমরা মোগলবাদ্‌শাকে ঐ নীচের আসন দেখিয়ে দেবে।

পা। বেসক্। ওখানে বসতে পেলেই তার যথেষ্ট সম্মান!

(হুমায়ুন ও বৈরাম খাঁর প্রবেশ)

পা। (হুমায়ুনকে) আপনার আসন এখানে।

বৈরাম। কখনই নয়। ও আসনে হজরতের উজীরও বসেন না।

হুমায়ুন। আর কেন গোলযোগ বৈরাম?

(আসনে উপবেশন)

(পারসিক নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত)

গান

এলে যদি আমারই গৃহে প্রেমের ভিখারী,
তোমার চরণ ধরি কহিব মিনতি করি—
প্রাণ-বঁধু আমি যে তোমারি।
এমন মধুর মধুরাতে কি কথা কহিব তব সাথে,
তোমার মুখের পানে চাহিয়া আকুল প্রাণে,
কেটে যাবে জীবন আমারি।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

হু। ভ্রাতঃ অসময়ে আশ্রয় দানে আপনি আমাকে কিনে নিয়েছেন। ভাগ্যদোষে আমি রাজ্যচ্যুত, বেগম পুত্র বিরহে শয্যাশায়িনী। ভাই হিন্দলের কোন সংবাদই নাই। এদিকে

সেরসার মৃত্যু হ'য়েছে। দিল্লী অধিকারেরও এই সুযোগ। আমার পুত্র কান্দাহারে কামরাণের বন্দী। তার উদ্ধারেরও এই সময়। আমায় ফৌজ ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন। পারস্যের এ ঋণ হিন্দুস্থান একদিন পরিশোধ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে।

শা। দিল্লীশ্বর, তুমি যথাস্থানে তোমার আরজি পেশ করেছ। কেননা পারস্যের শা একমাত্র খোদাতালার নীচেই। সে হারুন-উল-রসিদের বংশধর। সেই পাত্‌শার পাত্‌শার কদর ভর দুনিয়ার মালুম আছে। তুমি আমার দৌলতের অতি সামান্য পরিচয়ই পেয়েছ। ভুবন বিজয়ী পারসিক-সেনা ও অগাধ পারস্য-সম্পদের কথা কে না জানে? পারস্যের শা চিরদিনই মেহেরবান্। তিনি তোমার আরজ্ সম্বন্ধে বিবেচনা কর্‌বেন।

পা। আপনার নসিবের খুব জোর।

বৈ। এও কি পারস্য দরবারের কায়দা? বাদ্‌শায় বাদ্‌শায় কথা হচ্ছে, তাই হোক্ না!

শা। এ না তোমার দূত?

হু। আমার সেনাপতিও বটে।

শা। সামরিক ঝাঁঝে তা বিলক্ষণই টের পাওয়া যাচ্ছে।

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। শাহনাশা কান্দাহার হ'তে একজন খোজা একটী বালককে নিয়ে দ্বারে উপস্থিত।

হু। অঁ্যা আমার আকবর নয় ত? নিয়ে এস। নিয়ে এস।

শা। আমার অনুমতি প্রার্থনা না করা বেয়াদবী।

বৈ। ইনি তাতে অভ্যস্ত নন্।

শা। প্রহরী, কেবল বালকটীকে নিয়ে এস। বৈরাম, হিন্দুস্থানে গিয়ে ব'লো, হারুন-উল-রসিদের গোষ্ঠী বড়ই মেহেরবান।

বৈ। হাম-বড়া ভাবই তার প্রমাণ।

হু। ছি বৈরাম।

শা। ও বল্ছে বলে যাক্। ওর কথাগুলো লাগে ভাল।

(আকবরের প্রবেশ)

হু। অঁ্যা। তুই বাপজান। বেঁচে আছিস। এ খোদা তোমার কি মেহেরবানী। (উঠিয়া আলিঙ্গন করিলেন)

বৈ। তোমার জয় হোক্ সাজাদা!

আ। সেলাম বহুৎ বহুৎ।

শা। আমার অনুমতি নিয়ে উঠা উচিৎ ছিল, পারস্ত হিন্দুস্থান নয়, এ আদব কায়দার দেশ, বাদ্শা।

হু। ভ্রাতঃ, আমাদের মার্জ্জনা করতে হবে। আজ আমরা আত্মহারা। আকবর, পারস্তপতিকে অভিবাদন কর।

(আকবর অভিবাদন করিলেন)

শা। তোমার তরক্কী হোক। বাদশা, এ অদ্ভুত বালক। এর

চেহারার ভেতর থেকে একটা তেজের চেকনাই বেরুচ্ছে। বেঁচে থাকলে, এ একদিন দুনিয়ার রোশনী হবে।

হু। আকবর আপনার পুত্র, একে দোয়া করুন।

শা। তা প্রাণভরে করছি। তুমি কি ক'রে মুক্তি পেলে আমার ছোট্ট দোস্ত?

আক। কামরাণ চাচার মার জন্য।

হু। তিনি নাকি উন্মাদ হয়েছেন?

আক। এখন মাঝে মাঝে রোগ দেখা দেয়। আমায় পেয়ে কত আদর, কত আদাই! শেষে তাঁর বিশ্বস্ত খোজাকে দিয়ে গোপনে আমায় এখানে পাঠিয়ে দিলেন।

বৈ। সাবাস বাহাদুর, এতটা পথ এসেছ!

শাহ। আকবর পথশ্রান্ত, তার বিশ্রাম আবশ্যক। এখন সভা ভঙ্গ হোক্।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

কান্দাহার—সেতারার কক্ষ

কামবাণ। সেতারা, বিবাহের পরক্ষণেই নির্জ্জনে পূর্ব্ব স্বামীর চিন্তায় অতিবাহিত করবে বলে' সপ্তাহ সময় চেয়ে নিলে। এর মধ্যে এই নূতন স্বামী বেচারীকে দেখাটী পর্য্যন্ত দিলে না। কাল সে কাল সপ্তাহ অতীত হয়েছে, প্রিয়তমে।

সেতারা। এ কয়দিন ধ'রে ভেবে ভেবে জেনেছি, স্বামী চিরদিনের ধ্যানের ধন।

কাম। কোন্ স্বামী?

সে। স্বামী এক। যেমন সত্য এক, ধর্ম্ম এক, ঈশ্বর এক।

কা। তুমি কি বল্‌তে চাও, তোমার সঙ্গে আমার সাদি হয় নি?

সে। বিবাহ একবারই মাত্র হয়। প্রীতি দ্বিচারিণী নয়।

কাম। পরের পরিণয়?

সে। জোড়া-তাড়ার অভিনয়।

কাম। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মযাজক তবে কি অভিনয়ের পুতুল?

সে। দূর থেকে আমি তাদের সেলাম করি।

কাম। এ যদি অন্যায়, সমাজ এতকাল ধরে' তার প্রশ্রয় দিচ্ছে কেন?

সে। সমাজবিধি গুরু, কি হৃদয়-ধর্ম্ম বড়? শাস্ত্রের অনুশাসন গণ্য, কি সহজ জ্ঞানের অনুমোদন মান্য? এ বিষয়ে আমার ত কোন সংশয় নাই। নিত্যই দেখি, সমধর্ম্মীর মধ্যেও আকাশ পাতাল মত-ভেদ!

কাম। তুমি আবার বিবাহে রাজী হয়েছিলে বলেই না, আমি আজ তোমার স্বামী।

সে। সে সম্মতি একটা দুর্ম্মতি। কেন তা হল, আমার নিজের কাছেও সে এক রহস্য। উচ্চাশার প্রলোভন, নিঃসঙ্গতার ত্রাস, প্রেমভিক্ষার কাতরতায় সহানুভূতি—বুঝি এ সবার ষড়যন্ত্র। নারী পরদুঃখকাতর, পুরুষ ছিদ্রান্বেষী। নারী সরল বিশ্বাসী, পুরুষ সুযোগগ্রহণাভিলাষী। কনে ভ্রান্তি, বর মোহ। এ ত দিলে দিলে মিলের বিবাহ নয়; এ যে অবস্থার ব্যবস্থা।

কাম। শুধু তাই? আর কিছু নয়? একটুখানি—খুব সামান্য—মরমের মর্ম্মস্তলের কোন কিছু? লুক্কায়িত? অজানিত?

সে। সেত দূরের কথা, নূতনত্বের খেয়াল-চাঞ্চল্য, উদ্দাম কৌতূহল চরিতার্থের উন্মাদনা, বিভ্রম-বিলাসের লীলাক্রীড়া—তাও নয়।

কাম। তবে কি?

সে। বুঝি আশাহীন অবসাদের প্রতিক্রিয়া। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ার অনিচ্ছাকৃত ইচ্ছা। দান নয়, অজানা ভান। রুগ্ন মস্তিষ্কের বিচার বা বিকার। তবু এ একটা মন্দ মুহূর্ত্তের অন্ধতা। হোক্ মুহূর্ত্তের, এ গ্লানি জীবনভরা।

কাম। যা-ই হোক্, এখন তুমি আমার পরিণীতা, সম্পূর্ণরূপে আমারই আয়ত্তাধীনা।

সে। সাদী হলেই মেয়ে মানুষ বাঁদী হয় না।

কাম। সে স্বেচ্ছাচারিণীও হ'তে পাবে না।

সে। আত্মরক্ষা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জন্ম-অধিকার। অত্যাচারী অবিচারী তাকে স্বেচ্ছাচার অপবাদ দেয়, পীড়নের সুবিধার জন্য। পতন বিকৃতি, উত্থান প্রকৃতি। প্রকৃতির নিকট বিকৃতিকে হার মান্‌তেই হবে। ঈশ্বরেচ্ছায় আমার দেহ-মন-আত্মা আজিও মাতৃস্তন্যের মত অমল ধবল। আমি তা লহমার জন্যও মলিন হ'তে দিই নাই, দেবও না।

কাম। স্বামীকে তার প্রাপ্য দিতে স্ত্রীলোক লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। আমি সেই অধিকার বলে তোমায় চাচ্ছি।

সে। তবে আমি তোমায় তল্লাক দিলাম।

কাম। মেয়ে মানুষের ত তাতে অধিকার নাই।

সে। আর পুরুষ স্ত্রীকে যখন তখন পরিত্যাগ করতে পারে?

কাম। পারে বৈ কি।

সে। তাহলে স্ত্রীলোকও কেন পারবে না? অন্ততঃ আমার বেলা আমি এ অধিকার ছাড়্ব না।

কা। ব্যক্তিগত খামখেয়ালী সমাজে বিশৃঙ্খলাই আনে।

সে। উচ্ছৃঙ্খলাই শৃঙ্খলার প্রবর্ত্তক। স্বামী-স্ত্রীর অস্তিত্ব প্রধানতঃ পরস্পরের জন্য হ'লেও, তাদের পৃথক ব্যক্তিত্ব বিকাশে বা বিনাশে যার যার ব্যক্তিগত দাবী ও দায়ীত্ব নাই কি?

কা। তর্কে আমি হার মান্‌ছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যার জন্য তোমার হঠাৎ জাগ্রত বিবেক ছট্‌ফট্ কচ্ছে, তোমার সেই পুরুষস্বামী দাসত্বের এক টুক্‌রো রুটী বজায় রাখ্‌তে গিয়ে কি বিবেককে বারবার পদাঘাত করে নি?

সে। তিনি কি জন্য সে সব করেছেন, তা বোঝ্‌বার সাধ্য তোমার নাই। সে কথা ছেড়ে দিলেও, মানুষের মধ্যে নির্দ্দোষ কে? তাই ত যিনি সকল দোষের অতীত, তিনি মানুষের দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা ক'রেই আস্‌ছেন। দোষে গুণে জড়িত মানুষ কিন্তু নিজের ত্রুটী-ভুল ভুলে' দিব্যি পরের বিচারক সেজে বসে। দাম্পত্যের মত এত বড় একটা ঘনিষ্টতার কি এতটুকু শক্তি নাই, যে সে একটা জীবনকে ঘৃণায় দগ্ধ না করে' প্রেমে সহানুভূতিতে জুড়িয়ে আবার সজীব করে' তুলতে পারে?

কাম। দাম্পত্যের চোখে তবে কি দোষ ধর্ত্তব্যই নয়?

সে। খুবই ধর্ত্তব্য। ধরা পড়েও সবচেয়ে আগে, এবং সকলের

চেয়ে বেশী মাত্রায়। কিন্তু তার ধরা কোতোয়ালের গ্রেপ্তার নয়, সমবেদনার বন্ধন, প্রেমের আকর্ষণ। সে শাসন শাস্তি নয়, শাস্তি নিধন নয়, সংশোধনের মিষ্ট-চেষ্টা।

কাম। যদি তাতে ফল না দর্শে?

সে। সহ্য ধৈর্য্য কথা দু'টি তা হ'লে অভিধান থেকে নির্ব্বাসিত হ'ত। সুফল না হলেও কর্ত্তব্যের উপায়ান্তর রহিত। জীবনে বা জীবনের পরে বিবাহ শিথিল কি বাতিল হবার চুক্তি নয়। সে একটি যুক্তির সংযোগ। অনুরাগ বা রাগের সাময়িক উত্তেজনা গার্হস্থ্য সুখদুঃখের জোয়ার ভাটা- মাত্র, তাতে কি যুগল মিলনের অমৃত সাগর শুষ্ক হয়? নিজেকে অপরের করার দিন থেকেই ত স্বার্থ পরার্থ, ভোগ ত্যাগ।

কাম। যে এতদূর প্রতিভাময়ী, তার কি নিঃসঙ্গ দৈন্যের জীবন সাজে? ভেবে দেখ সেতারা, ভারত সাম্রাজ্য তোমায় আহ্বান কচ্ছে, এখনও ভেবে দেখ।

সে। তোমার প্রলোভন মিথ্যা হোক, সত্য হোক, আর তাতে টলি না, তোমার আর্ত্তি কপট হোক, বাস্তব হোক, আর তাতে গলি না।

কাম। কিন্তু আমার ত আর অন্য পথ নাই। আমি স্বেচ্ছায় বিষপান করেছি, আমায় বাঁচাও।

সে। তবে ভাল হও।

কাম। সে শুধু তোমার সঙ্গ লাভেই সম্ভব।

সে। এ মিথ্যা ছলনা। ভাল মন্দের দায় যার যার আপনার হাতে।

কাম। কিন্তু আমার আপন বল্‌তে আর কিছু নাই, সব তুমি-ময়।

সে। এ যদি সত্য, আমার অনুরোধ, সংশোধিত হও।

কাম। তোমায় যদি পাই, তবেই তা সম্ভব, নচেৎ নয়। শোন প্রিয়তমে, আজ আমার জন্মদিন। নগরময় খোসরোজ। আমরাই শুধু ভুখা থাকৃব কেন? হোক্ যৌবন ক্ষণিক, তার স্মৃতি চিরন্তন মধু। ভেবে দেখ সেতারা, একবার ভেবে দেখ।

সে। আমি সত্যের কঠিন দেবতার মত আজ নির্ম্মম পাষাণ।

কাম। আমিও পাষাণ হ'তে জানি, সেতারা।

(বেগে জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। শাজাদা মোগলরাজসৈন্য নগর আক্রমণ করেছে।

কাম। তাদের বাধা দাও।

সৈ। সামান্য কয়টী সৈন্য নিয়ে?

কাম। আর সব?

সৈ। উৎসবে মত্ত।

কাম। তাদের প্রস্তুত কর।

সৈ। অতিরিক্ত সুরাপানে সকলেই উন্মত্তপ্রায়।

কাম। যতদূর পার কর, আমি এখনই আস্‌ছি।

(সৈনিকের প্রস্থান)

প্রেম, আজ তোমার সমাধি। সেতারা, তোমায় অঙ্গে অঙ্গে অধিকারের অবকাশ হ'ল না। আর ছল নয়, কৌশল নয়।

সে। তবে কি?

কাম। বল প্রয়োগ। তোমার সতীত্বের বড়াই অসহ্য। তা ভাঙ্‌তেই হবে। দিলের মিল না হলো, দেহের মিলনেই সব আশা সকল পিপাসা মেটাব।

সে। খোদার নাম নিয়ে বল্‌ছি—খবরদার।

কাম। আর খোদা।

(সসৈন্যে জহরের প্রবেশ)

জহর। নয় কেন শাজাদা। খোদা হরবখত হাজির।

পঞ্চম অঙ্ক

১ - ৫ম দৃশ্য

প্রথম দৃশ্য

পারস্য—গোলাপবাগ

শাহ। আচ্ছা, রুমের বাদ্‌শা বড়, না আমি বড ?

পারিষদ। জাঁহাপনা হচ্ছেন পাত্‌শার পাত্‌শা, একমাত্র খোদা-তাল্লার নীচেই।

শা। সেদিন শুন্‌লে ত? আমার নীচে তার বাদ্‌শার আসন দেখে মোগল-সেনাপতি প্রকাশ্য দরবারে চোখ্‌ রাঙ্গিয়ে বল্‌লে,—তাদের উজীরও ওতে বসে না।

পা। লোকটা নেহাৎ নাদান, ভারী বেয়াদপ!

শা। কিন্তু আমি ঐ রকম লোকই পছন্দ করি। তোমরা হুঁ দেবার দল। বৈরাম খাঁ এখনও আস্‌ছে না কেন? তাকে পাঠিয়ে দাও।

(পারিষদের প্রস্থান ও বৈরামখাঁর প্রবেশ)

বৈরাম। আমাকে কি জন্য স্মরণ করেছেন, জাঁহাপনা?

শা। (সিংহাসন দেখাইয়া) এস, এইখানে বস।

বৈ। ও আমার প্রভুর স্থান।

শা। তোমার স্পষ্টবাদিতায় আমি খুব সন্তুষ্ট, তোমাকে পুরস্কৃত কর্‌তে চাই।

বৈ। প্রভুর দয়ায় আমার কিছুরই অভাব নাই। যদি সদয় হয়েছেন, প্রভুকে সাহায্য করুন, গোলামের তাই একমাত্র পুরস্কার।

শা। কে তোমার প্রভু? আমার সেই অন্নদাস?

বৈ। মাফ্ করবেন জাঁহাপনা, স্বয়ং দিল্লীশ্বর যার অতিথি, সে ধন্য। এ জগৎমান্য অতিথি সৎকারের সুযোগ আপনার একটা অতর্কিত সৌভাগ্য।

শা। এ আদব কায়দার দরবার, দিল্লীর লাড্ডুখোরী আড্ডা নয়।

বৈ। দেখ্ছি, দিল্লীর লাড্ডুর খবরই রাখেন, দিল্লীর হালুয়া বোধ হয় পারস্যের অপরিজ্ঞাত।

শা। হুঁসিয়ার মোগল, এ তামাসার স্থান নয়।

বৈ। মোগল কিন্তু মৃত্যুকে তামাসার মতই মনে করে।

শা। শুনে সুখী হ'লেম। তোমার ওপর মেহেরবাণী বেড়ে গেল। পারস্যের সৌন্দর্য্য ভুবনবিখ্যাত। সেই স্বপ্ন-রাজ্যের কোন নারী-পরীকে নিয়ে সুখী হও—এই আমার অভিলাষ।

বৈ। আমি আমার স্ত্রী নিয়ে মহাসুখে আছি। অন্য নারীর প্রলোভন? আমি তা জয় করেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দ্বিচারী প্রণয় কি কখনও সুখ দিতে পারে?

শা। পাগল তুমি! তারা কি অন্যের নারী? সে হতভাগিনীরা যে দেহের পশারিণী!

বৈ। হোক্ হতভাগিনী, বিশ্ববিজয়িনী নারী-প্রকৃতিরই ওরা আকস্মিক বিকৃতিমাত্র! ঘৃণার পাত্র নয়, যথেচ্ছা ব্যবহারের যন্ত্র নয়। পুরুষ কূলে তিষ্ঠিতে দেয় না, তাই না অবলা পথ ভুলে পঙ্কের কূপে পড়ে। যদি সমবেদনার অশ্রুপ্লুত মার্জ্জনায় রমণীয় ক'রে আবার রমণীর পংক্তিতে তুলে নি, পতিতারাও যে সমাজের জননী, ভগিনী, দুহিতা, তার প্রমাণ দিতে পারেই। আর না হোক্, শুধু নিজের জন্য ওরা ফিরুক্, তরুক্। পতন কারও নিয়তি হ'তে পারে না। মরণে কারও অধিকার নাই।

শা। জানি, কামিনীর মায়া কাটানো যায়—কিন্তু কাঞ্চনের কদাপি নয়। মান যশ পদ ক্ষমতার মোহ মৃত্যু পর্য্যন্ত লোকের স্কন্ধে চেপে থাকে। হিন্দুস্থানের অর্দ্ধরাজ্য তোমায় দেব। তার বিনিময়ে মোগলবাদ্‌শাকে শুধু আমার হস্তে সমর্পণ! নিরুত্তর কেন? আমার কথার কি কোন মূল্য নাই?

বৈ। মূল্য? মূল্য পাঁচ জুতি। কি করব, তুমি আমার প্রভুর আশ্রয়দাতা। তোমায় খোদা পাত্‌শার ঘরে পয়দা করেছেন, আর আমায় গরীবের ঘরে এনেছেন। তুমি কি বুঝ্‌বে বাদ্‌শা, গরীবের ইমানই যে সর্ব্বস্ব। বেইমানী বড়লোকেরই মানায়।

(প্রস্থান)

শা। বাহবা। এমন প্রভুভক্ত ভৃত্য থাক্‌লে দুনিয়া ফতে করা যায়! দিল্লী অধিকার ক'রে বৈরামকে আমার করবো। কে আছ?

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

এক সহস্র বাছা জোয়ান যেন সজ্জিত হয়ে আমার আদেশের প্রতীক্ষা করে।

(প্রহরীর প্রস্থান)

হুমায়ুনকে হত্যা! এক দ্বিধা? সেই অদ্ভুত বালক আক্‌বর।—তার মায়া কাটাই কি ক'রে? না, না। দিল্লী অধিকার করতেই হবে।

(মূকবালিকার প্রবেশ ও হস্তে একখণ্ড কাগজ প্রদান)

শা। এ কি। (পাঠ) "অভিশপ্ত দিল্লী। যুগযুগের বাদশাহীর অবসান দিল্লী। এ পথে যেয়োনা। ফেরো।"—কে তুমি?

(মূকবালিকা বস্ত্রান্তরাল হইতে আর একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া দিল)

শা। (পাঠ করিয়া) আঁ্যা, তুমি। আমার সহোদরা। মরুভূমিতে শৈশবে দস্যুকর্ত্তৃক লুণ্ঠিতা মূকবালিকা। আজ আমার কি আনন্দের দিন! ভগ্নী। বল, তুমি কি চাও? তোমায় আমার অদেয় কিছুই নাই।

মূ-বা। (মোগল-বাদ্‌শার ছবি দেখাইয়া ইঙ্গিতে তাঁর প্রাণ ভিক্ষা করিল)

শা। মোগল-বাদ্‌শা তোমার কে?

মূ-বা। আমার সর্ব্বস্ব।

শা। এ কি! তুমি না মূক? তোমার মৌন কি তবে ভান?

মু-বা। আমার রসনায় সত্য ভাষার বীজ কে বপন করে' গেল, দাদা।

শা। এ কি প্রাকৃতিক নিয়ম, না স্বভাবের বিপর্য্যয়? ভগ্নী আজ আমি আনন্দে আত্মহারা। দিল্লীশ্বর দীর্ঘজীবী হোন্। তাঁকে ফৌজ দেবো, অর্থ দেবো, তাঁকে দিল্লীর তখ্‌তে বসিয়ে তোমায় দিল্লীশ্বরী কর্‌বো।

মু-বা। আমি দিল্লীশ্বরী হ'তে চাই না।

শা। তবে কি চাও?

মু-বা। দিল্লীশ্বরের মঙ্গল।

শা। সেজন্য আমার সর্ব্বস্বপণ।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাশী—গঙ্গাতীর

(গাহিতে গাহিতে হিন্দু ও মুসলমান বালকগণের প্রবেশ)

গান।

ও দেশ, তোমায় কোথায় দেবো স্থান ?
দিল-দরিয়ায় ঠাঁই যে না পায় তোমার সে আস্‌মান।
ফলিয়ে তোলা হরিৎ-হেমে, প্রেমের অতল সজল ফ্রেমে
মরখছানা ছবিখানা কোন্ দরদীর দান ?
তুমি মোদের সোনা-ফসল, তুমি মোদের পিয়াসের জল,
ও রোদ-বাদল রোগের দাওয়াই, হাওয়ায় বইছে জান্।
আঁধার পাথার নিভলো বাতি, কি ভয়, ভোর কি হয় না রাতি ?
কল্‌জে চিরে করবো বাঙ্গা আলোর ভাঙ্গা-প্রাণ।
ডাকুক্ তুফান, নাচুক্ ঢেউ, ডুববো না ত স্রোতে কেউ,
ওগো নেয়ে, এসো বেয়ে পারের ডিঙ্গীখান।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

খাইবার গিরিসঙ্কট—পাঠানশিবির

জেলাল। কি সংবাদ রোস্তম?

রোস্তম। পারস্যের সেনা ও অর্থবল নিয়ে মোগল তিন দলে বিভক্ত হ'য়ে দিল্লী অধিকার—

জে। তা হ'লে বল, তারা নির্ব্বিঘ্নে বঙ্কপথ অতিক্রম ক'রেছে।

রো। বৈরাম চালিত বাহিনীর সঙ্গে আমার বলপরীক্ষা হয়।

জে। তার ফল?

রো। বাহাদুরীর সহিত পলায়ন ক'রে এসেছি।

(আদিলের প্রবেশ)

আদিল। আমারও সেই দশা। আমি বাদ্‌শার বাহিনীকে হঠাৎ আক্রমণ করেও তাদের ত্বরিত সতর্কতায় পরাস্ত হয়ে ফিব্‌ছি। তারাও গিরিসঙ্কট অতিবাহিত ক'রে গেছে।

জে। তবে সৈন্যদের একত্র কর। আক্‌বর চালিত বাহিনীর প্রতীক্ষায় না থেকে চল সবাই মোগলসৈন্যের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করি।

রো। অসম্ভব। আমাদের সেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

জে। আমার দল ঠিকই আছে। তারা সংখ্যায় কম হলেও, হটবার পাত্র নয়।

আ। কিন্তু এ যুদ্ধের পরিণাম চিন্তা করেছেন ?

রো। অবধারিত পরাজয়।

জে। পাঠান ত পরাজয়ে অনভ্যস্ত।

আ। তা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

জে। সেরশার পুত্র পরাজয় অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয়জ্ঞান করে।

রো। যদি সন্ধি ঘটাতে পারি ?

জে। বেশ ত, সুখের কথা।

আ। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

রো। আপনি দেশটা বাঁচালেন।

জে। আমার কথা ছেড়ে দাও। তোমরাই সন্ধির ফলভোগ কর। শান্তিতে থাক।

আ। আর আপনি ?

জে। পাঠান-সাম্রাজ্য ধ্বংসের মূল। সেই সমাধির পার্শ্বে নিজের কবর খনন করি।

রো। আর আমরা ?

জে। আপন আপন গৃহে ফিরে যাও, নিরাপদ হও।

আ। জীবন থাকতে নয়।

রো। একদিন প্রাণের বাড়া মান তুমিই বাঁচিয়েছ, আজ সে ঋণ শোধ করতে এসেছি, প্রভু।

আ। তোমায় পরীক্ষা করতেই দুজনে এসেছিলাম, বুঝলেম, বহ্নি শুধু ভস্মাচ্ছাদিত—নির্ব্বাপিত নয়।

রো। আজ সুপ্তসিংহ জেগেছে। চল ভাই, মোগলকে একবার দেখে নি।

জে। যাও, পাঠানের গৌরব আজ তোমাদের হাতে।

(রোস্তম ও আদিলের প্রস্থান এবং গুলরুখ্‌কে লইয়া জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

গুলরুখ্‌। হো। হো। হো। আমি বাদশার মা হব।

জে। এ দেওয়ানাকে কেন এখানে নিয়ে এলে?

সৈনিক। জাঁহাপনা, এই ডাইনী আসার পর থেকে আমাদের যত অশান্তি।

গুল। আমায় চিনতে পারলে না? আমি যে সয়তানের মা ডাইনী! কামরাণ আমার ছেলে, সে সাপ হয়ে ভাইকে ছোবল্ মারলে, বন্ধুকে দংশন করলে, তার বিধবাকে—হো। হো। হো। আমি বাদশার মা হব!

জে। অ্যাঁ, ইনিই সাজাদা কামরাণের জননী? মোগল কেশরী বাবরের পত্নী? এঁকে সসম্মানে মহিলা-শিবিরে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু ছাড়া হবে না। মোগল রাজান্তঃপুরিকারা সব সর্পিনী।

(দুই হস্তে পিস্তল লইয়া জেলাল খাঁ ও সৈনিককে লক্ষ্য করিয়া আকবরের প্রবেশ)

আকবর। তাঁরা স্নেহদুর্ব্বল, পাঠানপতি।

জে। এ কি। কে তুমি ?

আ। এ দীনের নাম জেলালুদ্দিন আকবর।

জে। তুমিই মোগলকুলতিলক আকবর ? বালকমাত্র ? এখন বুঝ্‌লেম, তোমার হাতে একটা বাহিনী কেন এমন সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। হয়ত পাঠানের গৌরবরবি অস্তমিত। কিন্তু তা ব'লে মনে করো না বালক, জীবিতে জেলাল খাঁ বন্দী হয়। সে সেবসার পুত্র।

আ। হুমায়ুনের পুত্র, বাবরের পৌত্রও এত হীন নয়, যে নিরস্ত্রকে বন্দী বা বধ করে।

জে। বীরবালক, আমায় আলিঙ্গন দাও। (আলিঙ্গন)

গুল। আকবর। আকবর। (জড়াইয়া ধরিলেন)

আ। আসুন হজরত আমার সঙ্গে! আদাব জাঁহাপনা।

জে। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যশস্বী হও।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

আগ্রা—যমুনাতট

বৈরাম। ভাই সব, এই কি হিন্দুর অগ্রবন? মুসলমানের সেই আগ্রা? কোথায় সে শস্য শ্যামল মাঠ? কই গোলাভরা গম? গোশালা গোধনে পূর্ণ? এই কি সে যমুনা। যাব আনন্দ কাকলী একদিন জগৎকে মুগ্ধ করেছিল? সেদিনের সে অতিথি সৎকার—পথে পথে মুসাফেরখানা আজ অতীত স্বপ্ন। নিত্য ভোজ খোস রোজ—পল্লীব সে উৎসব সমাধির ন্যায় নীরব। জাতীয় জীবন শবের মত নিশ্চল। পল্লীতে পল্লীতে অনশনের আর্ত্তনাদ, রোগের বিভীষিকা, করভারে প্রপীড়িত প্রজার উপর নূতন নূতন লোমহর্ষণ অত্যাচার। এর অবসান কি আমাদের ধাতে আমাদের হাতে নাই? তবে এরূপ অস্তিত্বে ফল কি? কীটপতঙ্গের মত মর্‌বার জন্য কখনও মানবজন্ম নয়। ঐ শোন জাগরণী-ভেরীনিনাদ। আগ্রায় পাঠান সেনা জমায়েৎ হচ্ছে, তাদেব সেখান থেকে হটাতে হবে। আজ প্রত্যেক মোগলকে মৃত্যুপণে লড়াই কর্‌তে হবে।

খি। চলুন, আমরা প্রত্যেকে সে জন্য প্রস্তুত।

বৈ। খাঁ সাহেব, আপনি একদল সেনা নিয়ে এইখানে পাঠানের গতিরোধ কববার জন্য থাকুন্। এই পথটি যেন শত্রুর হস্তে না পড়ে।

খি'। সেনাপতিব আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

বৈ। সাবধান, যদি বিশেষ কোন কারণও ঘটে, এস্থান ত্যাগ কর্‌বেন না যেন।

খি। বেশ, তাই হবে।

বৈ। একদল আমাব সঙ্গে এস।

(একদল সৈন্যসহ বৈবামের প্রস্থান)

খি। সৈন্যগণ, প্রাণপণে এ স্থান রক্ষা করবে! এর উপর মোগলের জয় নির্ভর করছে।

সৈন্যগণ। আমরা প্রাণ দেব।

(গুল্‌বদনের প্রবেশ)

গুল্‌বদন। সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ভাগ্যে তুমি এখানে।

খি। এ কি। তুমি? এই বেশে?

গুল্। আর কথার সময় নাই। মোগলের মহিলা-শিবির পাঠানের হস্তে পড়েছে। বাদ্‌শার হেরামের ইজ্জৎ যায়, শীঘ্র বেগমদের উদ্ধার কর।

খি। সেনাপতিব আদেশ কি করে' লঙ্ঘন করি? তিনি আমায় এই পথটি রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন।

গুল্। হা ধিক্। রমণীর মান বিপন্ন, আর পুরুষ পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে আদেশ পালন কববে? রমণী কাপুরুষেব কাছে কোন প্রত্যাশা রাখে না। আমি চল্লেম।

খি। দাঁড়াও গুল। দেখ্‌লেম, রাজবিধি আব হৃদয়ধর্ম্ম দুদিক্ রাখা যায় না। সৈন্যগণ, আমার অনুসরণ কর।

(সকলের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন। *

ফতেপুরশিক্‌রী—পল্লীপথ

রোস্তম। মোগল দিল্লী অধিকাব করেছে; কিন্তু বাদ্‌শার হেরাম আমাদের হাতে পড়েছে। এখন নিরাপদে বেগমদেব নিয়ে পাঠানপতির সহিত মিলিত হতে পাবলেই হয়।

আদিল। মোগলসম্রাটের ভগ্নীও আমাদের বন্দিনী, তাঁর উদ্ধারের জন্য আমাদের অনুকূলে সন্ধি হতেই হবে।

(গুলরুখ্‌কে লইয়া কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ)

প্র-সৈ। জনাব, এই স্ত্রীলোকটা মলিন জীর্ণবেশে রাত্রিতে এসে উপস্থিত হয়। ওকে পাগল মনে ক'রে কেউ আর ওর ওপর নজর রাখে না। আজ সকালে প্রকাশ পায়—মোগল সাজাদী নাই, তাঁর বেশ প'রে এ তাঁরই শয্যা অধিকার ক'রে আছে।

রো। অঁ্যা, মোগল-সাজাদী নাই?

আদিল। কি সর্ব্বনাশ আমাদের সব আশা পণ্ড হ'ল।

গুলরুখ্। হো হো হো আমি বাদ্‌শার মা হব।

রো। এই শয়তানীরই সব কাজ। ও দেওয়ানা নয়, ডাইনী।

আ। নিশ্চয় তাই।

গুল্‌রুখ। হো হো হো আমি ডাইনী। আমি ডাইনী।

রো। দেখ্‌লে কেমন নিজমুখে স্বীকার কর্‌লে। ওকে পুড়িয়ে মারাই ঠিক্।

আ। যাও আগুন নিয়ে এস।

(জনৈক সৈন্যের প্রস্থান)

রো। ওকে বাঁধ।

আ। খুব ক'সে।

(সৈন্যগণের তথা করণ ও সসৈন্যে খিজির খাঁ ও গুলবদনের প্রবেশ ও যুদ্ধ ও পাঠানগণের পলায়ন এবং খিজিরখাঁ কর্ত্তৃক গুল্‌রুখের বন্ধন মোচন)

গুল্‌রুখ্। আমি মরে' বাঁচতেম, তাতে বাদ সাধলে কে? অ্যাঁ, তুমি। তুমি।

খিজির। হাঁ আমি, সেই রাজদ্রোহী। যাকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়েও তোমার তৃপ্তি হয় নি, তার পত্নীর সঙ্গেও শেষ দেখাটিতে যাকে বঞ্চিত করে' তবে ছেড়েছিলে।

গুল্‌রুখ্‌। আর দগ্ধে' দগ্ধে' মারিস্‌নে। প্রতিশোধ নে। বধ কর্‌, আমায় বধ কর।

গুল্‌বদন। ও কি কথা মা, তুমি যে আমাদের মা।

গুল্‌রুখ্‌। কি বল্লি, আমি মা ?

খি। নিশ্চয়, তুমি মা।

গুল্‌রুখ্‌। তবে চল্‌, হুমায়ুন যেখানে শীঘ্র আমায় সেখানে নিয়ে চল্‌। আমি মা হব। আবার মা হব।

খি। আসুন মা, আমাদের সঙ্গে।

(সকলের প্রস্থান)

(রোস্তম ও আদিলের পুনপ্রবেশ)

রোস্তম। দোস্ত, পাঠানের শেষ আশা নির্মূল হ'ল।

আদিল। জাঁহাপনাকে এ মুখ আব দেখাব না, ভাই।

রো। তবে যা স্থির করা গেছে—দুজন দুজনকে বিষাক্ত ছুরিকা-ঘাতে পরাজয়ের গ্লানি হ'তে চিরমুক্তি দি।

আ। একমাত্র তাই যে আমাদের বন্ধুত্বের চরম পরীক্ষা।

(পরস্পর আঘাতে উদ্যত। জেলালখাঁর প্রবেশ ও বাধা প্রদান)

জেলাল। ঢের হয়েছে।

রো। এ কি, জাঁহাপনা ?

আ। এখানে ? এম্‌নি সময়ে ?

জে। খোদার মর্জি—অন্ধকে চক্ষুদান। স্বজাতি-হনন-নেশা হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বে পেকে উঠে' মোগল-পাঠানে গড়ায় শেষটা যদি পাঠানে-পাঠানে আত্মহত্যায় সে বিষ না-ই ছড়ায়, তবে ভারত-বর্ষের জলবায়ুর সার্থকতা থাকে কোথায়? যাক্, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়, দিল্লী চল,—দিল্লী অধিকারের ভেদ আমি পেয়ে গেছি।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

ইন্দ্রপ্রস্থ—দুর্গাভ্যন্তর

খিজির। রাজবিধি ও হৃদয়ধর্ম্ম দুদিক রাখা চলে না। আমি আবারও রাজদ্রোহের অপরাধ করেছি, আমায় সাজা দিন, সম্রাট।

হুমায়ুন। তোমার জন্য স্নেহময়ী ভগীকে জীবিত দেখ্‌লাম, বিমাতাকে মাতৃত্বে ফিরে পেলেম। মোগল-মহিলাগণের উদ্ধার হ'ল। তোমায় সাজা দেব বই কি। শোন ভাই, বিমাতা মাতার শূন্য স্থান পূর্ণ করেছেন। হিন্দালকে হারিয়েছি, তুমি তার স্থান অধিকার কর। হামিদা নাই, হেরামের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হোক্ আমার সহোদরাধিক গুল্‌বদন।

খি। তা যেন হ'ল, কামরাণকে নিয়ে জহর এদিকেই আস্‌ছে না? এখনও দেখ্‌ছি, শেষ হয় নাই, জাঁহাপনা। যখন দরবারের দূষিত বায়ু থেকে ছাড়া পাবই না, খানিকক্ষণ ফাঁকা জায়গায় গিয়ে হাঁফ ছেড়ে আসি।

(প্রস্থান)

(জহর ও প্রহরীবেষ্টিত কামরাণের প্রবেশ)

হু। এ কি, কামরাণ শৃঙ্খলাবদ্ধ।

জহর। সসম্মানে জাহাপনা! ইনিও সসম্মানে শাজাদা হিন্দালকে বেহেস্তে পাঠিয়েছেন। পথে সসম্মানে পলায়নের কসরতও বিলক্ষণই করেছেন।

হু। কামরাণ ভ্রাতৃঘাতী?

(সেতারার প্রবেশ)

সেতারা। শুধু ভ্রাতৃঘাতী নয়, বন্ধুহন্তা।

হু। তুমি কে?

সে। আমি কাশেমের বিধবা। ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে অভিযোগ করছি, এই হত্যাকারী আমার বৈধব্যের মূল।

হু। কামরাণ, এও কি সত্য?

কামরাণ। ওর রূপ আমার মস্তিষ্ক বিকার ঘটিয়েছিল। আমি অপরাধ স্বীকার করলেম, আমায় রেহাই দিন, মক্কা চলে যাই।

সে। রেহাই? তোমাকে? যে বন্ধুর রক্তরঞ্জিত হস্ত তার সদ্য-বিধবার হেঁট-মাথায়—বিবাহের ছলে জীবনভরা কলঙ্কপশরা চাপিয়েছিল যাদুমুগ্ধ ক'রে—রেহাই তাকে?

জ। সে নামেমাত্র বিবাহ। মায়ের আমার লহমায় ভুল লহমাতেই ভেঙ্গে যায়। শেষে ঐ সদ্য-মক্কাযাত্রী হুজুর

কর্ত্তৃক বলপ্রয়োগে সতীর পবিত্রতা নষ্টের চেষ্টা আমা কর্ত্তৃক ব্যহত হয়।

হু। কামরাণ। তুমি রাজ্যের লোভে ভ্রাতৃহত্যা, রূপসীর মোহে বন্ধুহত্যা ক'রেই ক্ষান্ত হওনি, সাধ্বী সদ্যবিধবার প্রতি পাশব বল প্রয়োগে উদ্যত হ'য়েছিলে। তোমার .অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি কি ?

কাম। এক ভাইকে হারিয়েছেন, আর একজনকেও হারিয়ে আপনার স্নেহপ্রবণ প্রাণ প্রবোধ মান্‌বে ত ?

হু। তাই ত খট্‌কা লাগিয়ে দিলে যে।

সে। জাঁহাপনা, এ কি বিচার, না তার অভিনয় ?

কাম। দয়া-ক্ষমা অভিনয়, আর রাগ দ্বেষ বুঝি বিচাব।

হু। এ কি মায়াবী ?

সে। সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি। আপনি শেরসার আসন জয় করে' বসেছেন, জাঁহাপনা। স্নেহের মোহে সেই সুবিচারের আদর্শ যেন ক্ষুণ্ণ করবেন না।

হু। কামরাণ! ভাই! কেন তোমার এমন দুর্ম্মতি হল ? আমি ন্যায়ের রক্ষক। পক্ষপাতে আমার ত অধিকার নাই।

কাম। আমি অনুতপ্ত। আমায় মুক্তি দিলে, আর কখনও রাজনৈতিক আব্‌হাওয়ায় থাক্‌বো না, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

হু। ভাই, আবারও তুমি অঘটন ঘটাতে পার। তোমার

চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত হবে মাত্র। তুমি বাদ্শাজাদার ন্যায় সসম্মানে প্রাসাদে অবস্থান করবে।

জ। বেশ ত সসম্মানে চক্ষু দুটি—

হু। যাও জহর, আজ্ঞাপালন কর। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া) দাঁড়াও। কামরাণ, আমায় ক্ষমা কর। বিচার-গণ্ডীর বাইরে ভাই—প্রাণাধিক !

কাম। আমায় অন্ধ করবে? বেশ। জেলালখাঁর হাতে যেন প্রায়শ্চিত্ত হয়।

(কামরাণকে লইয়া জহর ও রক্ষীগণের প্রস্থান)

সে। এবারে আমার শাস্তি, জাঁহাপনা?

হু। জায়গীর ও উচ্চ সম্মান লাভ।

সে। আপনিই না দিনদুনিয়ার মালেক? এই বুঝি আপনার সুবিচার? নীচের বিচার এম্‌নি ধারাই বটে। ওপরের দরবারে আমার আর্জি পেশ করতে চল্‌লেম।

(প্রস্থান)

(পারস্যের শাহের প্রবেশ)

শাহ। আমার বিচারটাই বা বাকী থাকে কেন?

হু। এ কি, আমার পরিত্রাতা। এ মেহেরবাণীর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না!

শা। সে জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না, ভাই !

হু। নয় কেন? মোগল কি এতই অকৃতজ্ঞ?

শা। মোগল অকৃতজ্ঞ নয়, পারসিকই বিশ্বাসঘাতক। ভাই, এখন বুঝেছি, কায়দায় ফায়দা নেই, চাল জাল-জোচ্চুরিরই অঙ্গ! যিনি যত বড় ডাকু, চোর, বদ্‌মাস তিনি, তত ভারী বাদ্‌শা। অথচ এই সব ভণ্ডেরা আবার খুনী-ফেরেববাজের শাজা দেন সাধুতার জাঁক করে'। উদ্দেশ্য—জাতিত্বটা অস্বীকার করা। নিজেদের বিচার কে করে, তার ঠিক নাই। তোমার দরবারে তাই শাজা নিতে এসেছি, দিল্লীশ্বর।

হু। এ কি পরিহাস, ভ্রাতঃ।

শা। পরিহাস নয়, কঠিন সত্য। পারস্য অবস্থান কালে তোমার সেনাপতিকে প্রলুব্ধ করে' তোমায় বন্দী করতে চেয়েছিলাম, তোমার রাজ্যের লোভে। সে কিন্তু ইস্পাতের খাঙ্গা তলোয়ারের মত কিছুতেই ভাঙ্‌ল না, শুধু একটা অতর্কিত আঘাতে আমার সব ধাঁধাঁ উড়িয়ে দিয়ে গেল।

হু। বৈরাম তাহ'লে কি এতদিন আমায় সে কথা বলে না? কেন আমায় ছলনা, ভ্রাতঃ?

শা। বলে নাই, সেই ত ত্যাগের বাহাদুরী। সে তোমার নিঃস্বার্থ হিতৈষী। তোমার আরও একটী তোমাগতপ্রাণ হিতৈষিণী আছে।

হু। আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। সে আবার কে?

শা। তোমার আশ্রিতা মূকবালিকা।

হু। সে আমার জীবন পর্য্যন্ত রক্ষা করে। আপনার ওখানে অবস্থান সময়ে হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ হয়। কিন্তু আপনি তার—

শা। পরিচয় সম্প্রতিই পেয়েছি। আমি তোমার জীবন নাশেরও মতলব এঁটেছিলাম, সে কেমন করে' টের পেয়ে ইঙ্গিতে তোমার প্রাণভিক্ষা চায়। তোমার জন্য তার সাঙ্কেতিক কাকুতি মিনতি আবেগে হঠাৎ ভাষা হ'য়ে আমাকে স্তম্ভিত করে দেয়, আশ্রিতের বিনাশরূপ মহাপাপ হ'তে নিবৃত্ত করে। তার নির্ব্বন্ধেই আমি তোমায় সাহায্য কর্ত্তে অত শীঘ্র এত সহজে সম্মত হই। সে আর এখন মূক নয়, অন্ধ— তোমার প্রেমে।

হু। সে কোথায়?

শা। আমার সঙ্গেই এসেছে তাকে তোমার হেরামে পাঠিয়েছি—ফিরিয়ে নেবার জন্য নয়, চিরসমর্পণ করতে। রাজনৈতিক অগ্নি-কাণ্ডের মধ্যে হৃদয়-মেঘের এক পশ্‌লা বারিবর্ষণ দিল্লীর উত্তাপকে শীতল করুক্। শৈশবে দস্যু কর্ত্তৃক মরুপথে লুণ্ঠিতা আমার সেই সহোদরা বোধ হয় তোমার সহধর্ম্মিণীর অযোগ্যা বলে' গণ্য হবে না।

হু। আজ আমি ধন্য!

(আক্‌বরের প্রবেশ)

আকবর। শাহানশার জয় হোক্।

শা। এই যে আমার ছোট্ট দোস্ত।

আ। আদাব, জাঁহাপনা।

শা। তুমি পাত্সার পাত্সা হও।

হু। বৈরামের সংবাদ জান কি, আকবর?

আ। তিনি আগ্রা যমুনাতটে পাঠানের গতিরোধের জন্য একদল সেনা—

হু। কিন্তু কোন আকস্মিক কারণে সে দলকে স্থানান্তরে যেতে হয়।

আ। সেই সুযোগে পাঠানের অশ্বারোহী সেনা সেই পথে অগ্রসর হ'য়ে মোগল-সেনাপতিকে পশ্চাৎ হ'তে ভীষণ বেগে আক্রমণ করে।

হু। তারপর! তারপর!

আ। এই তাবেদার হঠাৎ সসৈন্যে সেখানে উপস্থিত হয়।

সা। বটে? শেষ কি হ'ল?

আ। পাঠানের পরাজয়। মোগলসৈন্যের মুক্তি।

সা। বাহবা বাহাদুর!

হু। পাঠানপতি কোথায়?

আ। খাইবার গিরিসঙ্কটে যা যা ঘটে, জাঁহাপনা দূতমুখেই অবগত আছেন। তদবধি পাঠানপতির আর কোন সংবাদ

অবগত নই। গুল্‌রুখ্‌ বেগমসাহেবাও পথে নিরুদ্দেশ হন—তাঁরও কোন সন্ধান পাই নাই।

হু। তিনি এখানেই এসেছেন। কিন্তু জেলাল খাঁকে ছেড়ে দিলে কেন?

আ। তিনি তখন নিরস্ত্র। মোগল কি চোরের মত পাঠান জয় কর্‌বে?

শা। বহুৎ আচ্ছা বাচ্ছা, জিতা রও!

হু। এইবার তাঁকে বন্দী কর্ত্তে চেষ্টা কর।

আ। সে চেষ্টা সফল হবে বলে' মনে হয় না। পুত্র পিতার বহুগুণের উত্তরাধিকারী। তাঁকে পরাজয়ও বড সহজ নয়। সৈন্যবলে নয়, নিজগুণে তিনি অপরাজেয়, অবধ্য!

শা। বালকের মুখে এমন মহতী উক্তি। দিল্লীশ্বর, আমি তোমায় সৈন্য ও অর্থ সাহায্য করলে, তুমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মৈত্রীর চিহ্ন স্বরূপ উষ্ণীষ বদল কর। তোমার শিরোভূষণ কোহিনুর কিন্তু আমার মস্তককে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে। আমি আমার ওই ছোট্ট দোস্তের জন্য সে অমূল্য রত্ন নিয়ে এসেছি। (আক্‌বরের উষ্ণীষে কোহিনুর পরাইয়া দিলেন) ওই জগজ্জ্যোতি কোহিনুর সেই শিরেই মানাবে, যে শির একদিন সসাগরা ভারতের সকল দায়ীত্ব সগৌরবে বহন কর্‌বে।

হু। আক্‌বরের কোষ্ঠীর ফলও অতি অদ্ভুত। এ একদিন

আসমুদ্র হিমাচল অধিকার বিস্তার করবে—অস্ত্রে নয়, প্রেমে। জগদীশ্বর নামের সঙ্গে এর নাম উচ্চারিত হবে। এর উদার নীতি শতধা বিভক্ত হিন্দুস্থানকে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে এক করবার চেষ্টা করবে। তাই আজ একে ভারতের পরিত্রাতা বলে' ঘোষণা কচ্ছি। আমি মোগলের অমানিশা, সম্মুখে উপস্থিত মোগলের সুপ্রভাত।

(জেলাল খাঁর প্রবেশ)

জেলাল। শুধু মোগলের কেন? সমস্ত ভারতবাসীর সুপ্রভাত। জগতের কাছে প্রাচীর তরুণ অরুণরাগকে সুরঞ্জিত করবার জন্য মোগলকে ভারতের পরিত্রাতা জেনে পাঠান তার কলিজার শেষরক্তবিন্দু উপঢৌকন দিতে এসেছে। শতধা হিন্দুস্থান অভিন্ন হৌক্, অজেয় হোক্, অমর হোক্।

যবনিকা

(১) চিত্র ও চরিত্র—নানাদেশের বিচিত্র কাহিনী ও চরিত্র-চিত্র

(২) আখ্যায়িকা—চারিটি চমৎকার গল্প।

(৩) পাষাণ—(হিমালয়ের সহস্র রূপের অনুপম ছবি। কবি যথার্থই ধবলে ডুবিয়াছেন)

(৪) পাথেয়—(আধ্যাত্মিক নূতন ধরণের কবিতাবলী) কাপড়ে বাঁধাই। প্রত্যেকের মূল্য পাঠক-সাধারণের সুবিধার্থ নামমাত্র ।৹ চারি আনা।

(৫) গৌরাঙ্গ—(৩য় সংস্করণ) (জলধরবাবুর বিস্তৃত ভূমিকা সম্বলিত (অভিনব মহাকাব্য। 'গৌরাঙ্গের' তুলনা শুধু 'গৌরাঙ্গ'। কলিকাতা ও পাটনার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আই-এ'র পাঠ্য। গোলাপী রঙের পুরু অ্যান্টিকে ছাপা; গোলাপী রঙের মলাট, মূল্য ১॥৹ দেড় টাকা।

(৬) গৈরিক—গিরি-সম্বন্ধীয় ও বহু দেশ ভ্রমণের কবিতা-চিত্র। যেন আখরের ছবি।

(৭) পাথার—কোন ভাষায় সিন্ধু-সম্বন্ধীয় এমন ও এত কবিতা নাই। পড়িতে পড়িতে সিন্ধু-কল্লোল কাণে আসিবে। সাগরের অনন্ত রূপ প্রাণে ভাসিবে।

সবই পুরু অ্যান্টিকে ছাপা; রঙিন সিল্ক কাপড়ে বাঁধাই।
প্রত্যেকের মূল্য পাঠক-সাধারণের সুবিধার্থ
নাম মাত্র ॥৹ আট আনা।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।